হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য বিচারপতি অনারেবল্ ডাক্তার স্যার্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (Kt.) মহোদয়ের 'আশীর্ব্বাদ' ও বঙ্গের সেক্সপিয়ার্ নাট্যসম্রাট্ স্বর্গীয় ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'ভূমিকা' সম্বলিত "ভাব ও গাথা", "জ্ঞানাঞ্জন ১ম ভাগ", "জ্ঞানাঞ্জন ২য় ভাগ", "গুচ্ছ" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ; ব্রিটিশ-রাজধানী লণ্ডন নগর-স্থিত গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের "রয়েল্ এসিয়াটীক্ সোসাইটী"র সদস্য ; বৌদ্ধ সমাজের একমাত্র মুখপত্র ও সমালোচন

—জগজ্জ্যোতিঃ-সম্পাদক—

শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, M.R.A.S.

(Highly Patronised by the Hon'ble Director of Public Instruction, Bengal—Vide his Letter No. 11989 of 19th September, 1912.)

—বিরচিত—



স্তবক ও কোরক

(প্রথম সংস্করণ)



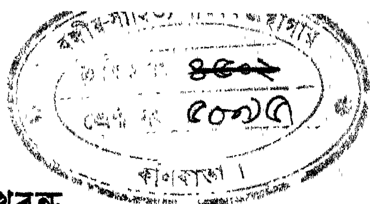
'বঙ্গীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার' স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনন্তকুমার বড়ুয়া এবং জগজ্জ্যোতিঃ-কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅন্নদাচরণ বড়ুয়া কর্ত্তৃক উক্ত সভার অন্তর্গত "গুণালঙ্কার লাইব্রেরী" হইতে প্রকাশিত।

১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, কলিকাতা।

১৯১৭ ইংরেজী, ১৩২৪ সাল।

মূল্য—৷৷৴৹ বার আনা।

Printed by A. Goffur at the New Britania Press,
78, Amherst Street Calcutta.



মুখবন্ধ

কবিগণ স্ব স্ব মনের ভাব কবিতায় ফুটাইয়া প্রকাশ করেন। পূর্ব্বেই আমার "ভাব ও গাথা"য় প্রকাশ করিয়াছি যে আমি কবি নহি। হৃদয় ও মনের ভাষা কবিতায় ফুটাইয়া জগৎ-সমক্ষে আদর্শরূপে ধরিতে পারি, এমন কবিতা লিখিবার ক্ষমতা আমার নাই। তথাপি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করা এবং হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাবটুকু ভাব ও ভাষাহীন নীরস ভাষায় প্রকাশ করা আমার বাল্যরোগ! কতিপয় বন্ধুবর্গের বিশেষ অনুরোধে আমার ভাব ও ভাষাহীন নীরস কবিতা সমূহের কয়েকটী "ভাব ও গাথা" রূপে সাজাইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে বাধ্য হই। তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সহৃদ পাঠকপাঠিকাগণই ইহার বিশদ বিচার করিবেন!

বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের সহৃদয় ডিরেক্টর মহোদয় অনুগ্রহ প্রকাশে তাঁহার ১৯১২ ইংরেজীর ১৯শে সেপ্টম্বের তারিখে ১১৯৮৯ নং পত্রানুযায়ী হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য বিচারপতি অনারেবল্ ডাক্তার স্যার্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (Kt.) মহোদয়ের 'আশীর্ব্বাদ' এবং বঙ্গের সেক্সপিয়ার্ নাট্যসম্রাট্ স্বর্গীয় ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'ভূমিকা' সম্বলিত মদীয় প্রথম পুস্তক "ভাব ও গাথা"র অনেকগুলি কফি ক্রয় করিয়া এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহো-পাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ M.A., Ph. D.,

M.R.A.S. মহোদয়ের 'ভূমিকা' এবং বঙ্গের অন্যান্য সাহিত্য-রথিগণের অভিমত ও সমালোচনা সমন্বিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তকদ্বয় "জ্ঞানাঞ্জন—১ম ভাগ" ও "জ্ঞানাঞ্জন—২য় ভাগ" ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের ৫ম ও ৬ষ্ঠ মান শ্রেণীর অন্যতম পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া (Vide Calcutta Gazette, 6th Dec., 1916) আমায় প্রভূত উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করায় বঙ্গের সুধীবর্গ ও সাহিত্যরথিগণের নিকট এই দীনের নগণ্য গ্রন্থগুলি সমাদৃত হইয়াছে জানিয়া বিশেষ উৎসাহ সহকারে কিছুদিন পূর্ব্বে আমার "স্তবক ও কোরক", "গুচ্ছ", "শ্মশানে" এবং "সচিত্র মহিমা রামকৃষ্ণ পরমহংস" নামক চারিখানি কবিতাগ্রন্থ যন্ত্রস্থ করি। কিন্তু কালের কুটীল চক্রে পৃথিবীব্যাপী মহাসমর-ব্যাপারে কাগজাদি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় উপরোক্ত যন্ত্রস্থ পুস্তকগুলি প্রকাশিত করা আমার পক্ষে অসম্ভবনীয় ব্যাপার হইয়া পড়ে! বহু আয়াসের ফলে স্তবক ও কোরক" মুদ্রাযন্ত্রের ভীষণ কবল হইতে উদ্ধার করিলাম। ইহাতে যথোপযুক্ত সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ ঘটিলে, অন্যান্য পুস্তকগুলিও যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল। বঙ্গীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি কর্ম্মবীর ধর্ম্মপ্রাণ উদারহৃদয় আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির, সহযোগী সম্পাদক সদ্ধর্ম্মবাগীশ শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বড়ুয়া; ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের সহকারী বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ জিনালঙ্কার (কাজলকুমার)

ভিক্ষু; ডাক্তার শ্রীযুক্ত যুবরাজ বড়ুয়া; জগজ্জ্যোতিঃ-কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বড়ুয়া; শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার বড়ুয়া এবং নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মিত্র মহোদয় প্রমুখ মহাত্মাগণ স্বতঃই দয়াপরবশ হওতঃ আমায় উৎসাহিত ও সাহায্য না করিলে এ দুর্দ্দিনে "স্তবক ও কোরকের" উদ্ধার সাধন ঘটিত কিনা সন্দেহ! তাই তাঁহাদিগকে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"স্তবক ও কোরকের" বিষয়গুলি সুনির্ব্বাচিত করিয়া সুন্দররূপে সাজাইতে আমি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে কতিপয় বিশিষ্ট কবির ভাবালম্বনে "স্তবক ও কোরকের" কয়েকটী কবিতা রচিত হইয়াছে। 'কাঞ্চন' অপরের হইলেও তাহাকে পোড়াইয়া, পিটিয়া 'আপন ছাঁচে' গড়াইয়া লইতে চেষ্টার ক্রটী ঘটে নাই। সূক্ষ্মদর্শী ভাবুকগণের উপরই এই বিষয়ের বিশদ মীমাংসার ভার অর্পিত হইল।

পুস্তকের কলেবর আদির বিষয় চিন্তা করিয়া ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা ধার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু যিনি আমায় অপত্যবৎ স্নেহ করেন;—যিনি আমার পরম হিতৈষী ও পৃষ্ঠপোষক;—যিনি স্বীয় অপরিসীম মহত্ত্ব ও উদারতায় আমার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিহীন নগণ্য সংসারীকে "ধর্ম্মাঙ্কুর সভার কার্য্যকারী সমিতি"তে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের একমাত্র মুখপত্র ও সমালোচন— "জগজ্জ্যোতিঃ"র সম্পাদক নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্‌সেলার্ অনারেবল্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী M A., L.L.D., C.I.E. মহোদয়ের

সভাপতিত্বে ভারত-সচিবের মন্ত্রণা-সভায় অধিষ্ঠিত অনারেবল্ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের 'অভিনন্দন-অধিবেশনে' বঙ্গীয় বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার পক্ষ হইতে পুষ্পমাল্য প্রদানে "জগজ্জ্যোতিঃ-সম্পাদক" রূপে বরণ করিয়া স্নেহ, উদারতা ও মহত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন;—যিনি এই "স্তবক ও কোরক" প্রকাশকার্য্যের মূলে সম্পূর্ণরূপে নিহিত রহিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই ধর্ম্মপ্রাণ উদারহৃদয় ঋষি-প্রবর আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়েরই অনুরোধে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ ইহার মূল্য ৸৹ বার আনা এবং জগজ্জ্যোতিঃর গ্রাহক, ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মেম্বর ও পৃষ্ঠ-পোষকগণের জন্য ৷৹ আট আনা মূল্য স্থিরীকৃত হইল। বঙ্গসাহিত্যানুরাগী বন্ধুবর্গ ও সুধীগণের নিকট বিশেষতঃ 'জগজ্জ্যোতিঃ"র পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক এবং 'ধর্ম্মাঙ্কুর সভা"র মেম্বর ও পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট ইহা আদৃত হইয়াছে জানিলে এই দীনের শ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব।

উপসংহারে ইহা বলা বাহুল্য যে "জগজ্জ্যোতিঃ"র কার্য্য ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ ব্যাপৃত থাকায় "স্তবক ও কোরকের" প্রুপাদি বিশেষরূপে সংশোধন করিবার অবসর আমার ঘটিয়া উঠে নাই। তাই অনেক ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটীর সম্ভাবনা! সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ অনুগ্রহপ্রকাশে এই ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটী নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন—ইহাই বিনীত অনুরোধ। ইতি—

"জগজ্জ্যোতিঃ-কার্য্যালয়"
১লা আশ্বিন, ১৩২৪ সাল।
১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ।

ভক্তি-অর্ঘ্য

পরম ভক্তিভাজন

অনারেবেল্ রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি বাহাদুর,

ইনেস্পেক্টর্ জেনেরেল্ অব্ বেঙ্গল্ রেজিষ্ট্রেসান্

মহোদয়ের শ্রীশ্রীচরণেষু।

দেব!

তব স্নেহ ভালবাসা উদারতা আর,
কিনিয়াছে ক্ষুদ্র হৃদি এই অভাগার।
বিষয়ের দাবদগ্ধ মানস-কাননে
পশিয়া তুলেছি ফুল অতি সযতনে;
ভকতি-চন্দনে মাখি রচি ফুল-হার,
আনিয়াছি 'অর্ঘ্য' দিতে চরণে তোমার।
ছিন্ন ভিন্ন শুষ্ক ফুল,—কি করিব হায়?
নিয়তিরে রোধিবারে নাহিক উপায়!
অর্পিলাম ওচরণে কৃতজ্ঞ অন্তরে,
অযোগ্য বলিয়া দেব! ফেলিও না দূরে।

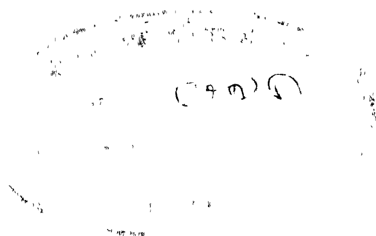
'জগজ্জ্যোতিঃ কার্য্যালয়'
১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন,
বৌবাজার, কলিকাতা।
৩রা ডিসেম্বর, ১৯১৭ ইংরেজী।

চির স্নেহের ভিখারী
—অতি দীনজন—
'রমণী রঞ্জন'

১৩২৪ সাল, কলিকাতা।]   'জগজ্জ্যোতিঃ'-সম্পাদক



শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ



সূচিপত্র



'স্তবক ও কোরক' সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ অভিমত

[কাগজের দুর্ম্মূল্য হেতু সকল অভিমত প্রকাশ করা সুকঠিন; তাই কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিমত এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।]

—※—

(১) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল্ স্বনামখ্যাত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ M.A., Ph. D, M.R.A.S. মহোদয় নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছেন :–

Office of the Principal, Sanskrit College,
Calcutta, 6th December, 1917.

My dear Ramani Babu,

Please accept my sincere thanks for the kind present of a copy of your 'স্তবক ও কোরক' which I have read with great interest. *I am* extremely pleased *to notice* your wonderful skill *in writing* Poetry. Your verses are as natural as they are mellifluous. *Considering the variety of subjects which you have dealt with in a masterly way* I consider it desirable for you to cultivate your poetical faculties without interruption.

Yours sincerely

(Sd.) Satish Chandra Vidyabhushan.

(২) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল্ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য M. A. মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"স্তবক ও কোরক" is a book of poems on various subjects, by Pandit Ramani Ranjan Vidyabinode of Chittagong. I have read some of these poems, and am glad to say that I have been pleased with them. The author deserves encouragement."—18th October, 1917. Calcutta.

(৩) বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের *Translator*, "রায়চান্দ প্রেমচান্দ" বৃত্তিধারী রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী বাহাদুর *M.A ,P.R.S.* মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"আমি শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'স্তবক ও কোরক' পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কবিতাগুলি * * * * সরল ও সুলিখিত বলিয়াই বোধ হয়। ভাষা সরল * * * * * বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। কবিতায় হাস্য ও গাম্ভীর্য্য এই উভয় রসেরই সমাবেশ আছে। লেখক কবিত্বশক্তি বর্জ্জিত নহেন। আশা করা যায় বয়সের সহিত তাঁহার কবিত্ব ও ভাষার বিকাশ হইবে"। ১৬ই অক্টোবর, ১৯১৭ ইং, কলিকাতা।

(৪) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ বিরচিত 'স্তবক ও কোরক' নামক কবিতা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। কবিতাগুলি প্রসাদ গুণে পরিপূর্ণ ও উচ্চ ভাবে সমলঙ্কৃত। রমণীরঞ্জন বাবু কবিতা রচনায় ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতেছেন ; কালে তাঁহার কবিতা যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিকা হইবে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়"। ১৫ই অক্টোবর, ১৯১৭ ইংরেজী, কলিকাতা।

(৫) কলিকাতাস্থ স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী B.A., B.T. মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"I have reave with great pleasure Pandit Ramani Ranjan Vidyabinod's "স্তবক ও কোরক"। The poems are hymns in praise of the Almighty and songs and lyrics concerning the manifestations of Nature and mental attributes. The language is simple, expressive, and suggestive. The comic pieces and parodies in the book would make one wonder how these could come out of the pen of one writing the serious pieces. The book speaks highly of the author's versatile capabilities as a writer of poems full of meaning.

Jnananjan Parts I and II produced by the same author are suitable Text Books for Standards V and VI",—17th October, 1917, Deputy Inspector's Office, Calcutta.

(৬) সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যভূষণ M.R.A.S. মহোদয় লিখিয়াছেন :—"সম্মানপুরঃসর নিবেদন—আপনার 'স্তবক ও কোরক' আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। পুস্তকখানি ঠিক স্কুলপাঠ্য নহে; সুতরাং মনের ভাব বেশ অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পাঠে সকল দিক দিয়াই কবিকে বুঝিবার অবসর পাইলাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একদিকে "প্রার্থনা," "হ'লনা আমার", "তোমায় ছাড়িয়ে,""তোমারই তরে;" অপর দিকে "জন্মভূমি""অনাথিনী" প্রভৃতি। কিন্তু আপনি "প্রেয়সী আমার" বলিয়া যাঁহাকে এমন সোণার চক্ষে দেখিয়াছেন, কেবল "শনিবারের বারবেলা"য় নহে, তৎপূর্ব্বেও "আমার গিন্নী" বলিয়া তাঁহার যে পরিচয় দিয়াছেন, যদি কবিতা কেবলমাত্র কল্পনা না হয়, তাহা হইলে আপনার এই বিড়ম্বিত জীবনের জন্য বাস্তবিকই আমি দুঃখিত।" ২০শে আশ্বিন ১৩২৪ সাল, কলিকাতা।

(৭) সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সূত্রাভিধর্ম্মবিশারদ শ্রমণ শ্রীমৎ অগ্রবংশ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"স্তবক কোরক" শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ এম্ আর্ এ এস্ প্রণীত, একখানি কবিতাপুস্তক। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৬৩টী কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতাগুলিরই ভাব অতি উচ্চ ধরণের। ইতিপূর্ব্বেই রমণীরঞ্জন বাবু "ভাব ও গাথা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করতঃ কবি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন—সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার আর বিশেষ করিয়া পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গদেশের মধ্যে চট্টগ্রাম প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। তাই এই দেশে বহু স্বভাব কবি জন্মধারণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের পথে, ঘাটে, মাঠে যেমন নিত্যই ভাট চারণের গান শ্রুত হয় চট্টগ্রামের অন্তঃপুরচারিণীগণের মুখেও তদ্রূপ সুললিত ছন্দোবদ্ধ মেয়েলী ছড়া—শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিকই চট্টলের মত এমন স্বভাব কবি ও কবিতা প্রিয় দেশ বঙ্গের আর কোথাও নাই বলিয়া বোধ হয়। চট্টলে বহু খ্যাতিনামা কবি জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গের তথা ভারতের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। ভবিষ্যতেও তাদৃশ কবি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের মান রক্ষা করিবেন এইরূপ আশা করা যায়। বর্ত্তমান সময় চট্টলের বসন্তের পাপিয়া,—স্বভাবের কোকিল শশাঙ্কবাবু জীবেন্দ্রবাবু ও রমণীরঞ্জন বাবু এই তিন একনিষ্ঠ সাধক ব্যতীত আর সাধক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারাই আমাদের শিব-চতুর্দ্দশীর বর্ত্তিকা। 'রমণীরঞ্জন' বাবু এইরূপে সাহিত্য সাধনা করিলে কালে—অদূর ভবিষ্যতে যে যশের মুকুট শিরে ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'স্তবক কোরকের' সকল কবিতাগুলিই প্রশংসনীয়। শৈশবে মাতৃহারা হইয়াছি বলিয়াই কিনা জানি না, কবির "জননী" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। আশা করি সর্ব্বসাধারণে ইহা আদৃত হইবে এবং 'রমণীরঞ্জন' বাবু মাতৃভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করিবেন।"—১লা কার্ত্তিক, ১৩২৪ সাল, কলিকাতা।

(৮) সুপ্রসিদ্ধ "Bengalee" (বেঙ্গলী) পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় "স্তবক ও কোরকের" সমালোচনায় লিখিয়াছেন :—

"*Babu Ramani Ranjan Sen Gupta, Vidyabinode, M.R.A.S*, is not unknown to the Bengali-regarding public. His "ভাব ও গাথা" "জ্ঞানাঞ্জন" and other books have been very favourably rreceived and have built up his reputatson as a poet and a writer of fine literary grace The present work illustrates the development of his poetical powers, and shows that he is equally at home in dealing with grave and gay subjects. *The arrangement of the poems has been made with judicious care, and* the subjects invested with considerable charm, by the expression of uplifting and chastening sentiments in mellifluous verse. *There is no tinge of levity in the treatment of the gay subjects, for the ideas are hallowed and soothing.* The book should command a ready sale *among those intrested in poetical literature of the right sort.*"—Bengalee, *16th October,. 1917, Calcutta.*

(৯) সুপ্রসিদ্ধ "Amrita Bazar Patrika" (অমৃত বাজার পত্রিকা)র সম্পাদক মহাশয় "স্তবক ও কোরক" প্রাপ্তি স্বীকারচ্ছলে লিখিয়াছেন :—

—"*We have received a Copy of the above book* 'স্তবক ও কোরক' *by Babu Ramani Ranjan Sen Gupta. It is a collection of poems most of them thoughtful and filled with divine love and some of them Comic ones*"—*12th Oct, 1917*, "Amrita Bazar Patrika." *Calcutta.*

(১০) সুপ্রসিদ্ধ "Indian Mirror" (ইণ্ডিয়ান্‌মিরার্‌) পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমালোচনাচ্ছলে লিখিয়াছেন:—

'স্তবক ও কোরক' *by Ramani Ranjan Sen Gupta Vidyabinode M. R. A. S. Editor of "Jagajjyti", 1, Buddhist Temple Lane, Calcutta, 1324 B. S. This is a collection of poetical composition the Subjects, embracing sentiments from the lively to the severe.* The poems are not exercises in riddles and connundrums such as many of the present day compositions are or attempt to be, *but they are earnest efforts at reaching the heart through a simple style.* The collection is well in keeping with the reputation which the writer has already achieved in the field of poetical literature".—*10th October, 1917*, The Indian Mirror, *Calcutta.*

(১১) দেশপূজ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার পরিচালিত সুপ্রসিদ্ধ "বাঙ্গালী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন:—

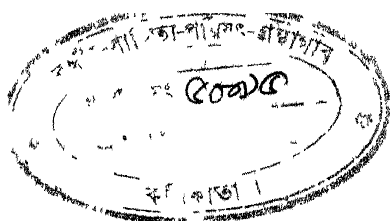
—"স্তবক ও কোরক শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। এখানি কবিতাগ্রন্থ। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ইহাতে আছে। কবিতাগুলির বিষয় ভাল এবং তাহাতে কবিত্বেরও অসদ্ভাব দেখিলাম না। লেখক মহাশয় 'জগজ্জ্যোতিঃ' পত্রিকার সম্পাদক। সুতরাং সাহিত্য-সমাজে তিনি সুপরিচিত;—সুপরিচিতের আর নূতন করিয়া কি পরিচয় দিব? আশা করি, তাঁহার অনুরাগীরা 'স্তবক ও কোরক' ক্রয় করিয়া তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন"। ১৭ই অক্টোবর, ১৯১৭ ইংরেজী, "বাঙ্গালী", কলিকাতা।

(১২) সুপ্রসিদ্ধ "বসুমতী" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় তাঁহার 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—

"চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ 'স্তবক ও কোরক' এই নামে একখানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। চট্টলকবি নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কবিত্ব শক্তি উন্মেষের অনুকূল। রমণীরঞ্জন বাবু সেই চট্টগ্রামের উদীয়মান কবি। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'ভাব ও গাথা' নামে একখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 'স্তবক ও কোরকে' তিনি সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কোরকগুলি সুরভিপূর্ণ এবং স্তবকগুলি সুন্দর। কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ সুন্দর। এরূপ গ্রন্থের ৸০ আনা মূল্য আজিকার দিনে সুলভ। ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেনস্থ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার গ্রন্থ পাইবার ঠিকানা। গ্রন্থকারের 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে দুইখানি পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম।"—কার্ত্তিক, ১৩২৪ সাল, 'দৈনিক বসুমতী', কলিকাতা।

জগদীশ !

তুমি প্রাণে আছ তাই— নিরাশায় আশা পাই,
অকূলেও কূল দেখি তুমি 'ধ্রুব-তারা' বলে ;
শোকেতে অশান্তি নাই, বিপদে অভয় পাই,
জীবনে মরণে শান্তি তোমারি চরণতলে।





স্তবক ও কোরক

প্রার্থনা

(১)

প্রভো !

এ জীবন কর মোর বসন্ত-শিশির-স্নাত
কুসুমেরি মত।
ঝরে যেন প্রেম-নীর চুমিয়া চরণ তব,—
দোলে অবিরত ॥
মলয় সুবাস বহি যায় যেন মাতাইয়ে
বিশ্ববাসিগণে।
পশি যেন দূরান্তরে মলয়ের সনে মিশি
নন্দন কাননে ॥

(২)

প্রভো !

এ জীবন কর মোর ওই স্রোতঃস্বিনী মত
আদর্শ-মহান।
কুলুকুলু নাদে যেন তোমার উদ্দেশে ধাই
গেয়ে তব গান॥
তব প্রতিচ্ছবি যেন গগন-মণ্ডল-সম
ভাসে স্বচ্ছ নীরে।
হেরি যেন নিরবধি তোমার পবিত্র ছবি
হৃদয়-মন্দিরে॥

(৩)

প্রভো !

এ জীবন কর মোর নির্ম্মল শশাঙ্ক-প্রায়
মহান-সুধীর।
দূর আকাশের গায় তব প্রেমে ভেসে যেন
ঝরে প্রেম-নীর॥
শুভ্র জোছনারাশি মোহিয়া বিশ্বেরে যেন
দেয়গো সান্ত্বনা।
ঘুচাইয়ে অনিবার শোকদুঃখ পরিতাপ
নাশিয়ে যাতনা॥

(৪)

প্রভো !

এ জীবন কর মোর ব্যোমবিহারীর মত
সরল স্বাধীন ।
শূন্যে উড়ে গাহি যেন তোমার পবিত্র নাম
করে ভ্রান্তি লীন ॥
শূন্যমার্গে উঠি তবু' নাহি ভুলি যেন কভু
বিশ্ব-প্রেম-রাশি ।
স্বরগের দেব যত শুনে মোর মিষ্ট গান
উঠে যেন হাসি ॥



জননী আমার

বাল্যকালে দুগ্ধ দানে কে মোর বাঁচাল প্রাণ ?
বাহু দোলাইয়া সদা কে করিত শান্তি দান ?
হাসিভরা মুখে সদা কে তুষিত দিয়ে চুম ?
'বাছা' ! 'বাছা' !! বলে সুখে কে মোরে পাড়া'ত ঘুম ?
——————জননী আমার।

নিদ্রা যবে না আসিত মম এ পোড়া আঁখিতে,
কে গাহিত গান সদা দীনেরে তুষিতে চিতে ?
কে মোরে দোলাত সদা মম ক্রন্দনের ভয়ে
সতৃষ্ণ নয়নে কেবা নিরখিত কাছে রহে ?
——————জননী আমার।

দোলনায় শুয়ে যবে সুখে যাইতাম ঘুম,
কে মোরে দোলাত সদা দিয়ে স্নেহমাখা চুম ?
নিরখিয়ে সদা মোরে কার হতো প্রেমাশ্রু বর্ষণ,
'বাছা' ! 'বাছা' !! বলে সুখে ডেকে মোরে অনুক্ষণ ?
——————জননী আমার।

দৌড়িবার কালে যবে পড়িতাম ভূমি'পরে
কে ধাইত কাছে মোর তিতি প্রেম-অশ্রু-নীরে ?
সান্ত্বনা দিবার আশে কে গাহিত সদা গান,
তুষিয়া সস্নেহে মোরে চুমে ঐ ক্ষতস্থান ?

——— —জননী আমার।

রোগযন্ত্রনায় যবে করিতাম ছট্‌ফট্‌
নিরখিত সদা মোরে কে রহিয়ে সন্নিকট ?
দারুণ রোগের দায়ে পাছে ঘটে মৃত্যু মোর
এই ভয়ে কার সদা ঝরিত নয়ন-লোর ?

——— —জননী আমার।

বিরত কি হতে পারি তাঁরে কভু পূজিবারে,
স্নেহভরে রক্ষিছেন সুখে দুঃখে যিনি মোরে,
মম তরে ভেবে ভেবে হইতেছে তনুক্ষীণ,
সস্নেহ মধুর বাক্যে তুষিছেন অনুদিন,

——— —জননী আমার।

নিয়ত পূজিব তাঁরে সঁপে মোর প্রাণমন
সুখে দুঃখে সদা তাঁর না ছাড়িব শ্রীচরণ।
দয়া করে অয়ি দেবি! এ দীনের পুরাও বাসনা,
অন্যথা কিছুতে প্রাণে হবে না সান্ত্বনা,
————জননী আমার।

কোটীকল্প ধ্যান করি রাজীব চরণ ওই
মাতৃস্নেহ সমতুল হায়রে তা' হবে কই?
স্নেহময়ী বিশ্বমাতা মাতৃরূপে ধরাতলে
প্রেমশিক্ষা দিতেছেন স্থান দিয়ে ওই কোলে,
————জননী আমার।

এস মাগো! এস, এস, প্রণমি ওপদে আজ
সার্থক মানব-জন্ম করিতে এ বিশ্ব-মাঝ
স্মরিতে স্মরিতে তব শান্তিময় শ্রীচরণ,
হয় যেন অভাগার এ জীবন সমাপন,
————জননী আমার।



জন্মভূমি

হে মোর স্বদেশ ! তোরে কৃতাঞ্জলি পুটে
নমি বার বার। তুইরে মা ! প্রকৃতির
লীলা-নিকেতন,—বসন্তের কান্ত হাস্য
শরতের প্রফুল্ল জোছনা,—অবিরত
তমোময় নিশাকালে, বিদূরিয়া ধ্বান্ত
নিজবলে, করে সমধিক কান্তিময়
তোমার সুঠাম দেহ। হে বরেণ্যে পুণ্যময়ি !
তোমার দর্শনে, ধন্য মানি এ জীবন।

তোমার নিকুঞ্জে অয়ি মাতঃ ! গুঞ্জে
সদা অলিকুল ; কত ললিত ঝঙ্কারে
কোকিলা কুহরে পাপিয়া ধরিছে তান।
বসন্তের সমাগমে তরুরাজি সব
শুষ্ক পত্র ত্যজে, পুনঃ হয় পল্লবিত !
ভুবনমোহিনী প্রকৃতি সুন্দরী সেজে
কত নব সাজে, ভুলায় মানব-মন
কত নব ভাবে। পিকবধু রবে কুল-
বধূ সবে, হয় প্রাণে সদা উচাটন ;—

কি জানি কি ভাবে হয়ে বিমোহিত, ভুলে
যায় তারা আপনার জ্ঞান। উদাসের
মত চেয়ে রয় কভু সুনীল গগন
পানে ; কভুবা আশ্বাসে প্রবোধিয়া কত
বুঝায় আপন প্রাণে,—মাতা যথা সুতে।
কিবা ছার সেই নন্দন কানন,—বাসে
দেবগণ সদা যথা ;—কিবা ছার সেই
বৈকুণ্ঠের ধাম,—স্বরগের সুখাগার।
নাহিক তুলনা,—অতুলন এ ভারত-
ভূমি। পতিব্রতা সীতা সাবিত্রীর মত
কত সাধ্বী জন্ম লভে করে পুণ্যময়
দেব-বাঞ্ছনীয় স্থান, নাহিক গণনা
নাহিক তুলনা! বীর প্রসবিনী এই
ভারত-ভূমিতে লভেছিল জন্ম কত
বীরগণ, যথা লভে জন্ম গিয়াছেন
চলে, রেখে কীর্ত্তিধ্বজা—বীরের জননী
বীরপ্রসবিনী নামে। * * * *
তব রঙ্গমঞ্চে কত বীরবর হাসি,
গাহি, নাচি, ভ্রমি আবেশের বশে, চলে

যায় পুনঃ নিজ নিকেতনে, রেখে এই
বিশ্বমাঝে কীর্ত্তিগাথা, যাহা লোক মুখে
যুগযুগান্তর হইয়ে ধ্বনিত, করে
নশ্বর মানবে, অমর নামের যোগ্য।
অয়ি দেবী মাতঃ! ভুবনমোহিনি! তুমি
দেবের আরাধ্যা ভূমি! তোমার বক্ষেতে
পুণ্যতোয়া কত বহিতেছে অবিরাম,—
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, যমুনা বহিয়া
করিছে পূত এ ভারত-ভূমি,—যাহার
পবিত্র সলিলে স্নান করে নর, করে
দূর শোক-দুঃখ-পাপতাপ। বিংশতি
কোটী তীর্থক্ষেত্র আছে যাহে বিরাজিত
সদা; দর্শনে তাহার ত'রে পাপিগণ
হয়ে সাধু ইথে,—অন্তিমেতে স্বর্গগামী!
পুণ্য স্রোতস্বিনী ধীর প্রবাহিণী কল
কল রবে বহিছে অদূরে ভাগীরথী
ওই, যাহার পুলিনে আরামের আশে
বাস করে সদা কত সাধু যোগিগণ।
বসি যোগাসনে, হরষিত মনে দীর্ঘ

যোগে তারা সদা নিমগন! নাহি কম্প
তাহে,—অচল, অটল, স্থির, গিরিশ্রেষ্ঠ
ওই হিমাদ্রির মত। এই দৃশ্য হেরে
কাহার না মন হয় ধর্ম্মময়? হেসে
কত সাধুগণ ধর্ম্মের লাগিয়ে করে আত্ম-
বিসর্জ্জন, নাহি বিন্দুমাত্র ভয় ইথে
বন্ধনে দাহনে! * * *

পরিণামে কত পথ-ভ্রান্ত পান্থজন
ধ্রুব-তারা সম সদা লক্ষ্য করে সেই কীর্ত্তি-
ধ্বজা, চলে যায় তমোময় ভবিষ্যের
পানে, অনুমাত্র না চিন্তিয়া অতীতের
স্মৃতি এই ক্ষোভ-দুঃখ-সঙ্কুলিত ভবে।
* * * অয়ি দেবি! ঘৃণ্য আমি,
তুচ্ছ,—অতি ক্ষুদ্র হই;—নাহি মোর
ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান, পাপকার্য্যে পাপপথে
মতি মোর সদা; তবু ইচ্ছি তোমা সেবি
কায়মনোপ্রাণে,—ক'রে স্বার্থ বলিদান
তব পূত স্বার্থে—জীবনের কুরুক্ষেত্রে।



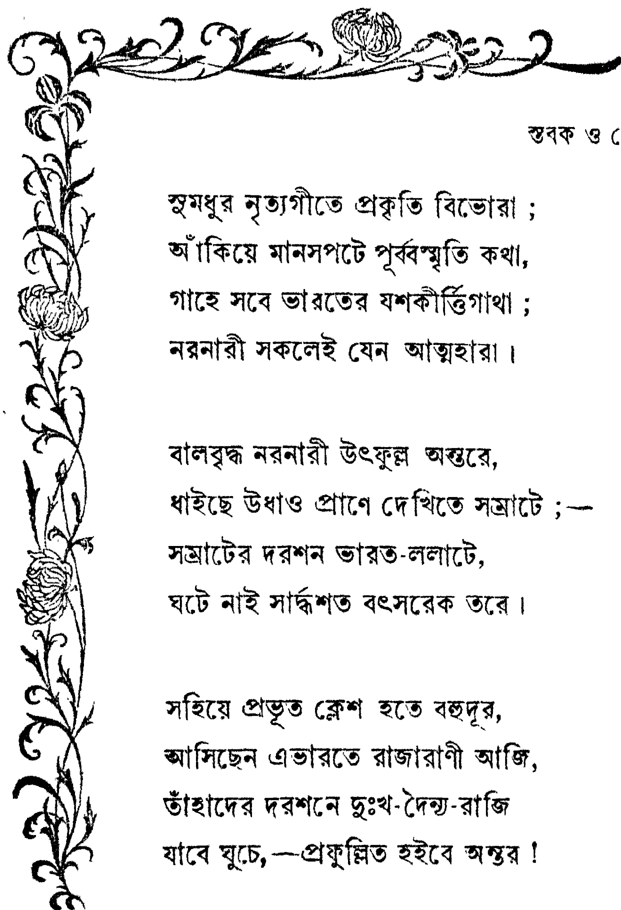
১৯১১ ইংরেজীর ১২ই ডিসেম্বর তারিখে
ভারত-সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর শুভ আগমনে

ভারতের অপূর্ব্ব সৌভাগ্য

আজি কেন সুসজ্জিত নগর-নগরী ?—
শত ধ্বজা উড়িতেছে প্রতি গৃহ-চূড়ে,
ধ্বনিছে মঙ্গলবাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে ;
কি সুন্দর সাজিয়াছে প্রকৃতি-সুন্দরী !

আর্য্যের আবাস-ভূমি এই ভারতের
বালবৃদ্ধ সবে কেন এত উচাটন ?—
উৎফুল্ল কেন আজি সবাকার মন ?
হৃদয়ের কি উল্লাসে আনন্দ তাদের ?

ছুটাছুটি করে সবে উৎসব-কৌতুকে,
কারো মুখে নাহি আজি নিরানন্দরাশি,
সবাকার মুখে শোভে আনন্দের হাসি,—
বিন্দুমাত্র নাহি দুঃখ আজি কারো বুকে !



সুমধুর নৃত্যগীতে প্রকৃতি বিভোরা ;
আঁকিয়ে মানসপটে পূর্ব্বস্মৃতি কথা,
গাহে সবে ভারতের যশকীর্ত্তিগাথা ;
নরনারী সকলেই যেন আত্মহারা।

বালবৃদ্ধ নরনারী উৎফুল্ল অন্তরে,
ধাইছে উধাও প্রাণে দেখিতে সম্রাটে ;—
সম্রাটের দরশন ভারত-ললাটে,
ঘটে নাই সার্দ্ধশত বৎসরেক তরে।

সহিয়ে প্রভূত ক্লেশ হতে বহুদূর,
আসিছেন এভারতে রাজারাণী আজি,
তাঁহাদের দরশনে দুঃখ-দৈন্য-রাজি
যাবে ঘুচে,—প্রফুল্লিত হইবে অন্তর !

আসিছেন আজি ওই মোদের জননী,
তুষিবারে স্নেহগুণে আমা সবাকারে,
মূর্ত্তিমতি দেবীরূপে হৃদয়-মাঝারে,
থাকিবেন বিরাজিতা দিবস-যামিনী।

স্নেহপূর্ণ হৃদি তাঁর করুণা আধার,—
উন্মুক্ত আশীষ সদা মোদের উপর,
মোদের দুঃখেতে দুঃখ তাঁর নিরন্তর
তাই আজি আসিছেন, হতে বহুদূর।

এস, মা! মূরতিময়ি! মঙ্গলদায়িনি!
ভকতের হৃদি-পদ্মে লওগো আসন;
পূজিব কি দিয়ে তোমা, মোরা অভাজন?
লও অর্ঘ্য নিজগুণে, করুণাদায়িনি।

পিতৃরূপী সম্রাটের কি দিব বর্ণন?
সুদূর ইংলণ্ড হতে আসিছেন হেথা,
বিদূরিতে সন্তানের দুঃখরাজি ব্যথা
শত শত নদনদী করিয়ে লঙ্ঘন।

ইংলণ্ডের সিংহাসন হতে ভারতের
দুঃখ দৈন্য শুনিতেন সদা দুঃখ-চিতে,
তাই আজি আসিছেন মহিষীর সাথে
দেখিবারে স্বচক্ষেতে কি দশা মোদের!

এস, পিতঃ ! এস, দেব ! জননীর সনে
তোমাদের আর্য্যভূমি—ভারত-সদনে,
লও পূজা, ভক্তি-অর্ঘ্য সেই নিকেতনে,
দুঃখ-দৈন্য নিবারহ চুম্বিয়ে সঘনে।

মোরা দীনজন আছে কি স্মরণ তব ?—
কি দিয়ে পূজিব দেব ! ও রাঙ্গা চরণ ?—
ভকতি-কুসুমে মাল্য রচে সযতনে,
পূজিতে বাসনা হয় ঐদেব চরণ !

কে কোথায় আছ আজি ভারত-সন্তান,
ভক্তিভরে পূজ সবে তাঁহাদেরে চিতে ;
যত্নে ল'ও আশীর্ব্বাদ আজি মাথা পেতে,
নিমেষে ঘুচিবে দৈন্য,—পেয়ে যাবে ত্রাণ !

শাস্ত্রমতে রাজা হন দেবতা বিশেষ,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব একাধারে
সুশোভিত আছে তাঁর হৃদয়-মাঝারে,
তাই তাঁরে নরনারী পূজিছে অশেষ !

ভারতী

(গান)

(স্বর্গীয় ডি, এল্, রায়ের "ভারতবর্ষে"র সুরে)

সুরভি দৃপ্ত সুনীল অন্তে পাপিয়া কোকিল
গাহিছে গান।
দুলিছে বল্লী উল্লাস-ভরে গুঞ্জরি ভ্রমর
মোহিছে প্রাণ ॥
ললিত রাগিনী উঠিছে ধ্বনিয়া, মুকুল কুসুম
পরিয়ে সাজ।
তরুণ অরুণে হাসে উষারাণী গোলাপি ছটায়
ধরারি মাঝ ॥
জননীর পুত্র স্নেহের সূত্রে পড়েছে আজিকে
বিষম টান।
ত্বরিতে ভারতী আসিছে ছুটীয়া জুড়াতে সবার
বিদগ্ধ প্রাণ ॥
আকুল-কুন্তলা লুন্ঠিত-অঞ্চলা দুয়ারে দাঁড়ায়ে
উন্মাদিনী।
কাঁদে অধোমুখে ফুকারি ফুকারি হারায়ে অঞ্চল-
রতন মণি ॥

বাল্মীকি ব্যাস হেম কালিদাস বঙ্কিম নবীন
সন্তানগণ।
ঘুমিয়ে অঙ্ক গেছে একে একে কাঁদায়ে মাতায়,—
বিশ্বজন ॥
আয় ! ওরে আয় !! কে আছ কোথায় চরণ-ধূলি
লুটিয়ে নে'।
সন্তান-তরে দুঃখিনী জননী পাগলিনী প্রায়
এয়েছে গেহে ॥
মানস লুব্ধ হৃদয়-সেতারে মাতৃনাম-তান
বাজাও আজি।
এমন সুদিন মিলিবে না আর বারেক হারালে
চরণরাজি।
চরণ তলে স্মরণ নিতেছি, হে মাতঃ! অনাথ
সন্তানগণ।
দাওগো চরণ ধন্য হোক আজি দীন হীনদের
ক্ষণিক জীবন ॥



কবি ও কবিতা

কবিতা ভৌতিকবিদ্যা, কবি যাদুকর।
উভয়েরি মোহ বেশ মনোমুগ্ধকব ॥
হরিতেছে মানবের চিত্ত সদা ছলে !
দুর্ল্লভ কবিতা-কলা এই ধরাতলে ॥

কল্পনা মধুর ভাণ্ড, কবিতা মৌচাক।
কবিগণ ভেঙ্গে মধু, করিছে অবাক !!
জগতের লোক সবে হেবিয়ে স্তম্ভিত।
স্রষ্টাব মহিমা গায়, পুলকিত চিত ॥

কল্পনা প্রেমেব খনি, কাব্য প্রেমনিধি।
কবিগণে প্রদানিছে দযাময় বিধি ॥
ভাগ্যবান কবিগণে সেই নিধি লভে।
ঢালিতেছে বিশ্ব-প্রেম মজাইয়া সবে ॥

কল্পনা যুবতী সতী, কবি নাথ তার।
সতত চুমিয়া করে সোহাগ বিস্তার ॥
কাব্য প্রেমে মাতোয়ারা কবিতা-সুন্দরী।
হরিতেছে কবি-প্রাণ আহা মরি ! মরি !!



কল্পনা জোছনা আর কবি শশধর।
কবিতা-কিরণ তার অতি মনোহর ॥
নিজ-গুণে বিদূরিয়ে ধ্বান্ত নিজ-বলে।
আনিংছে নব শোভা এমহীমণ্ডলে ॥

কল্পনা বসন্ত রাণী কবিতা কুসুম।
কবিগণ পরে' মালা দেয় তারে চুম ॥
কাব্য পিকবধূ আর প্রভাত-সমীর।
প্রকৃতিরে চুমাইয়া মুছে আঁখি-নীর ॥

কবি জলধর আর কাব্য বারিরাশি।
জলধর বর্ষে জল মহিমা প্রকাশি ॥
মানব-চাতক সবে বারি-সুধা লভে।
বাখানিছে কবিগণে সদা এই ভবে ॥

কল্পনা স্বরগভূমি,—নন্দন কানন।
কাব্য-পারিজাত তথা অতি সুশোভন ॥
কবীন্দ্র কবিতাপতি স্বর্গ-অধীশ্বর।
যশামৃত পান করে হয়েছে অমর !!



স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র

(বঙ্গের সেক্সপিয়ার নাট্যসম্রাট স্বর্গীয় ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিতে রচিত)

বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চ-রথি নাট্যকাব্য-অধিপতি
কবি-ঋষি হে গিরীশচন্দ্র !
নাট্যে কাব্যে উপেক্ষিয়ে সৌম্যমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে
কাঁপাইছ কেন বিশ্ব-মন্দ্র ?

রঙ্গ-মঞ্চে অশ্রুধার কাব্য-রাজ্যে হাহাকার
হাহাকার আজি বিশ্ব জুড়ে !
পাপিয়া দয়েল পাখী তব শোক হৃদে মাখি
শাখে বসি বিলাপিছে সুরে ॥

অবোধ অনিল হায় ! বিরহ শোকের দায়
বিলাপিছে রহিয়া রহিয়া ।
হেথা সেথা ঘুরে মরে পাগলের মত করে,—
সবে যায় নমিয়া চুমিয়া ॥

বকুল আকুল শোকে সশ্বনে বুঝায় দুঃখে
পুষ্প অশ্রু ঝরিতেছে কত।
চামেলি সেফালি বালা না পারে সহিতে জ্বালা,—
ছড়াইছে অলঙ্কার যত ॥

তোমারি মাধুরী চেয়ে তব প্রেম বুকে নিয়ে
ছিল তা'রা অতি মধুময়।
ত্যজিছ তাদেরে সবে তাই তারা কাঁদে এবে
—শোকে বিশ্ব অবসাদময় ॥

যেথায় যেতেছ আজি মোরা সবে পরিত্যজি
চিরমধু বিরাজে সেথায়।
কাঁদেনা সেথায় কেউ খেলিছে প্রেমের ঢেউ
নিরানন্দ কোথা সেথা হায় !!

তুচ্ছ স্বার্থ হিংসা দ্বেষ নাহিক সেথায় লেশ,—
নহে তাহা কভু কলুষিত।
এ বিশ্বের অভিমান ছোট বড় ভেদ জ্ঞান
সেই রাজ্যে নহে পরিচিত ॥

সুপবিত্র নট নটী সেথা করে ছুটাছুটী
নাচে গাহে আপনার তানে।
অপ্সরা দেবের বালা স্বরগের নাট্যশাল
উজলিয়া শোভিছে বিমানে॥

তাই বুঝি দেব! তুমি ছেড়ে এই রঙ্গভূমি
যাইতেছ সেই দূর দেশে।
রঙ্গমঞ্চে হতে রথি নাট্য-কাব্য-অধিপতি,—
পূত রঙ্গ করিতে হরষে॥

কালীদাস বিদ্যাপতি বাল্মীকি ভবভূতি
মধু হেম ঈশ্বর নবীন।
বঙ্কিমাদি কবি যেথা তুমিও শোভিবে তথা
বিরচিয়ে কাব্য চিরদিন॥

নমস্য উপাস্য তুমি তাই, কবি! তোমা নমি,
আশীর্ব্বাদ করো' সেথা হতে।
—যেন তোমাদের মত রচে' 'কাব্যহার' শত
ত্যজি বিশ্বে স্বর্গ-সুখ পেতে॥



দিয়েছিলে হাতে খড়ি তাই তোমা দেব ! স্মরি

কবিগুরু দীক্ষাগুরু ভেবে।

গুরু-ভক্তি নিদর্শন কি দিবগো মহাত্মন ?

—ঝরে, "অশ্রু" সদা 'কাব্য' সেবে ॥



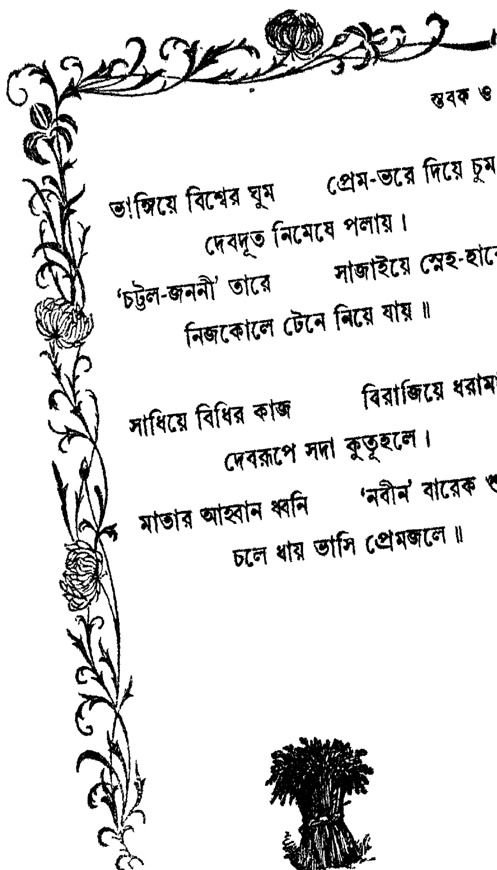
দেবদূত

(অমরকবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের মরণানুস্মৃতিতে)

মাখিয়ে সুষমা গায়   মাঝে মাঝে এ ধরায়
এসে থাকে স্বরগের দূত।
বিধির আশীষ নিয়ে   মর্ত্ত্যভূমি আলোকিয়ে
বিলাইতে ঈশ প্রেম-পূত॥

নন্দনের সুসৌরভ   ছড়াইয়ে অভিনব
কবিতার সুস্নিগ্ধ সুবাসে।
মাতাইয়ে বিশ্ব-প্রাণে   সঙ্গীত-লহরী-তানে
বিধাতার মহিমা প্রকাশে॥

বিশ্বেরে সান্ত্বনা দিয়া   শোক দুঃখ দগ্ধ হিয়া
করে শান্ত উজ্জ্বল মহান্।
'জ্ঞানাঞ্জনে' দ্রুত নাশি   অজ্ঞান-তমসারাশি
কর্ত্তব্যেতে করে আগুয়ান॥



ভাঙ্গিয়ে বিশ্বের ঘুম   প্রেম-ভরে দিয়ে চুম
দেবদূত নিমেষে পলায়।
'চটুল-জননী' তারে   সাজাইয়ে স্নেহ-হারে
নিজকোলে টেনে নিয়ে যায় ॥

সাধিয়ে বিধির কাজ   বিরাজিয়ে ধরামাঝ
দেবরূপে সদা কুতূহলে।
মাতার আহ্বান ধ্বনি   'নবীন' বারেক শুনি
চলে ধায় ভাসি প্রেমজলে ॥

নববর্ষ

(গান)

(১)

অলস-নিমগ্ন বরষের শেষে, বৈশাখী প্রভাত
সমীর ধীর।
এনেছে মহীতে নবীন বারতা নব আগমন
প্রকৃতির॥

প্রকৃতি-সুন্দরী মোহিছে সবায় পত্রপুষ্পফল
পরিয়ে সাজ।
তরুরাজি সব উৎসব-কৌতুকে আনন্দে লুটায়
জগত-মাঝ॥

এসগো, এসগো, নবীন বরষ! বন্দিগো তোমায়
নমিয়ে শির।
আঁখি-বারি দিয়া ধোয়াবো চরণ, জানাবো বেদনা
দুঃখ গভীর॥

(২)

যেই দেশে আবাল-বৃদ্ধ বণিতা নবীন বরষে
মধুর তানে।
গাহিত ধ্বনিয়া কীর্ত্তি যশগাথা মাতায়ে বিপুল
বিশ্ব-প্রাণে ॥

যেই দেশে মধুর আনন্দ-ধ্বনিতে নিখিল বসুধা
ফাটিয়ে যায়।
আনন্দেরই দ্বার রুদ্ধ সেথায় কত দীন দুঃখী
কাঁদে ক্ষুধায় ॥

এসগো, এসগো, নবীন বরষ! বন্দিগো তোমায়
নমিয়ে শির।
আঁখি-বারি দিয়া ধোয়াবো চরণ, জানাবো বেদনা
দুঃখ গভীর ॥

(৩)

সুখ আজি ওই দুর্ভিক্ষ-পীড়নে আকুল হইয়ে
পলা'য়ে রয়।
দুর্ভিক্ষ সবার শিওরে দাঁড়ায়ে ভীষণ করালে
ভ্রূকুটীময় !!



এস, এস, এস, বরষ! হায়ন! লইয়ে তোমার
নবীন বেশ।
ঘুচাতে যাতনা দুঃখ দৈন্য শোক, ভাসাতে শান্তি-
সাগরে দেশ॥

এসগো, এসগো, নবীন বরষ! বন্দিগো তোমায়
নমিয়ে শির।
আঁখি-বারি দিয়া ধোয়াবো চরণ, জানাবো বেদনা
দুঃখ গভীর॥



নববর্ষ

(২)

নব বেশে নব রসে,
এসেছে নব বর্ষ।
সাথে করে নব সুধা
পুলক নব হর্ষ ॥
নব গীতি নব প্রীতি
নব সোহাগ আর।
বিতরিছে নব প্রাণে,
আজিকে চারি ধার ॥
নব বিশ্ব নব দৃশ্য
কতই চমৎকার!
বসুধাটী পরিপাটী
শোভারই আধার ॥
নব ভূষা নব ঊষা
পরিয়ে তাড়াতাড়ি।
পূর্ব্বাকাশে যাচ্ছে হেসে
অতীত স্মৃতি ছাড়ি ॥

নব শাখী নব পাখী
মাতিয়ে নব তানে।
নববর্ষে আহ্বানিছে
আজিকে ফুল্ল প্রাণে॥
নব পাখী ডাকা ডাকি
করিছে নব ডালে।
নব শাখী প্রেমে ডুবে
অর্ঘ্য দিচ্ছে ফুলে॥
নব বায়ু পরমায়ু
পেয়ে নব বর্ষে।
ছড়াইছে গন্ধ-ধূপ
মাতিয়ে নব হর্ষে॥
নব ধুনী তরঙ্গিণী
নব হিল্লোলে দুলে।
দিচ্ছে অর্ঘ্য বীচি-মালা
নব বরষে খুলে॥
নব জাত শিশু স্নাত
করুণা-প্রেম-নীরে।
হাসছে কত নবোল্লাসে
জড়ায়ে জননীরে॥



নবোল্লাসে　　　　নব আশে
মাতিছে সবে আজি।
হাসে যেন　　　　বসুন্ধরা
নব ভাবেই সাজি ॥
নবোদ্যম　　　　অনুপম
জাগিছে সর্ব্বপ্রাণে।
পুরাতনে　　　　ফেলে দূরে
অভিনবেই টানে ॥
নব আস্যে　　　　নব হাস্যে
জগত মাতোয়ারা।
কার প্রাণ　　　　এই দৃশ্যে
হয় না আত্মহারা ?



আমার বাসনা

আমার বাসনা শুধু—
ঐ (ফুল্ল) কুসুমেরই মত
পূত সৌরভ ছড়া'তে।
আমার বাসনা শুধু—
সাধিয়ে জীবন-ব্রত
নিভৃতে ঝরিয়া যেতে ॥
আমার বাসনা শুধু—
আপন অস্তিত্ব ভুলে,
অনন্তেরি পানে ছুটী।
আমার বাসনা শুধু—
শুভ্র জোছনার মত
আনন্দে ধরণী লুটী ॥

আমার বাসনা শুধু—
ওই অভ্র-পথ সম
হই, অনন্ত উদার।
আমার বাসনা শুধু—
পুণ্য-প্রেম-সত্যে মজি,—
ঝড়ে পূত অশ্রুধার ॥

আমার বাসনা শুধু—
জুড়াবারে ধরাবক্ষ
স্নিগ্ধ সলিলের মত।
আমার বাসনা শুধু—
ব্যথিতের মুছি অশ্রু,
সেবি তারে অবিরত॥

আমার বাসনা শুধু—
আপনারে উৎসর্গিয়ে,
সাধি বিধাতার কাজ।
আমার বাসনা শুধু—
যখন তাঁহারে খুঁজি,
হেরি যেন (মম) হৃদিমাঝ॥



তুমি ও আমি

তুমি—শোভার অতুল বসন্তের ফুল
ফুটিলে এ বিশ্ব মোহিয়া ।
আমি—পূত প্রেমভরে মধুপান করে
যাইব তোমার চুমিয়া ॥ (১)

তুমি—কোকিল কুজনে ভ্রমর গুঞ্জনে
সুস্বরে উঠিলে গাহিয়া ।
আমি—ঢালি ক্ষুদ্র প্রাণ শুনি তব গান
আনন্দে উঠিব মাতিয়া ॥ (২)

তুমি—প্রভাত-তপনে মোহিয়া ভুবনে
উঠিলে এ বিশ্ব জুড়িয়া ।
আমি—প্রকৃতির পটে তোমায় নিকটে
হেরিব মানস পূরিয়া ॥ (৩)

তুমি—সন্ধ্যা-তারা হয়ে মিটি মিটি চেয়ে
জ্বলিলে আকাশ ছাইয়া ।
আমি—শ্যামল শয্যায় শুইয়া তোমায়
প্রাণ ভরে নিবো চাহিয়া ॥ (৪)

তুমি—শারদগগনে পূর্ণশশী সনে
সমীরে উঠিলে হাসিয়া।
আমি—সুধার আধারে জীবনের সারে
হেরিব কালিমা নাশিয়া ॥ (৫)

তুমি—প্রেমের বাহারে এহৃদি-সেতারে
লহরে উঠিলে বাজিয়া।
আমি—জীবনে মরণে স্বপ্নে জাগরণে
রবো তুমিময় হইয়া ॥ (৬)



বিভুর প্রতি

হে বিভো ! করুণাময় ! বিশ্বের জীবন
তোমারি মহিমাগুণে বিচিত্র বসুধা,—
পশুপক্ষী মানবাদি জীবজন্তুগণ,
বাঁচিয়ে রয়েছে, পিয়ে তব প্রেম-সুধা।

স্থাবর-জঙ্গম-আদি বিশ্ব চরাচর,
কি কৌশলে নির্ম্মিয়াছ, কর্ম্মি সুনিপুণ !
কীর্ত্তিরূপে বিরাজিত সাগর ভূধর,—
কার সাধ্য বর্ণিবারে তব কীর্ত্তি-গুণ ?

নদীর কল্লোলে, কোকিল-পাপিয়া-তানে,
জনক-জননী-স্নেহে, দাম্পত্য-মিলনে,
কোমল শিশুর কণ্ঠে, তব গুণগানে
সৃজিয়াছ কত শান্তি অতি সযতনে !

ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যবে দেব দিনমণি,
অস্তাচল-শিরে যায় লভিতে বিরাম,
গোধূলি সখীর সাথে যামিনী তখনি,
আলিঙ্গন করে দেবে চুমি অবিরাম।



প্রেয়সীর চুমা খেয়ে ভাস্কর সুন্দর,
প্রেমমোহে অন্ধকার বিকীরণ করে,
বিলাইয়ে আপনার বিশাল অন্তর,
রজনীর বুকে থাকে, দীর্ঘকাল ধরে।

উষাদেবী হেসে হেসে সহচরী সাথে,
গগন-প্রাঙ্গণে যবে হন উপনীত,
সলজ্জিতা সর্ব্বরীরে রাখিয়ে পশ্চাতে,
তাড়াতাড়ি দিননাথ হয়েন উদিত।

ধীরে ধীরে সুহাসিনী প্রকৃতি-সুন্দরী,
বসন্ত-প্রভাতে যবে দেয় দরশন,
ফুটাইয়ে নবরাগ—ছুটা'য়ে মাধুরী,—
কি মহিমা প্রকাশহ হে প্রভো! তখন!

তব কীর্ত্তি গাহিবারে হেন সাধ্য কার?—
বিফল প্রয়াস তাহে, বিফল প্রয়াস;
হে বিভো! করুণাময়! সর্ব্ব মূলাধার!
ওচরণে দিও স্থান পূর্ণি অভিলাষ।



নির্ভরতা

কি ভয় আমার স্বামি ?—আছই ত অনুগামী,
—রহিয়ে নিকটে সদা অতি সন্তর্পণে।
যখন যেখানে যাই, নিরখি তোমায় তাই,
—তব সম বন্ধুজন মিলে কি ভুবনে ?

কি ভয় আমার দেব ?— দীনহীনে নিত্য সেব,
মেষ-পালকের মত পরম যতনে।
সাজাইয়ে স্তরে স্তবে সদা রম্য পানাহারে,
করিছ অভাব দূব প্রভো প্রাণপণে॥

কি ভয় আমার নাথ ?— তুমিত অনাথতাত,
দুঃখ দৈন্য পাপ তাপ করিছ হরণ।
লুটায়ে পড়িলে ধূলে, লও তুমি কোলে তুলে,
মুছাইয়ে সারা অঙ্গ বলে'—'বাপধন'!

কিবা ভয় দুঃখশোকে ?—তুমিত করিছ বুকে,
—শান্তি প্রদানিতে আহা দীনে কত মতে!
মৃত্যু-দুঃখ-শোক ভয় সদা মোর মনে লয়,—
আশীর্ব্বাদছলে প্রভো! বর্ষিতেছ মাথে॥

কিবা ভয় একা আমি ?—তুমিত অখিল-স্বামী,
—সমগ্র বসুধা জুড়ে তুমি বিদ্যমান।
হোক ঘোর অন্ধকার, সুদুর্গম পারাবার,
কিবা ভয় তাহে ওগো সর্ব্বশক্তিমান ?

কি ভয় আমার পিতঃ ?— তুমিত শিখাও গীত
পূতমুখে গাহিবারে তোমার মহিমা।
ভুলে যদি যাই কভু, শিখাইয়ে দিও প্রভু !
কীর্ত্তিতে অনন্ত মুখে তব সে গরিমা ॥



বসন্ত সমাগমে

কেন আজি ধরিত্রীর শোভা মনোহর,
যেদিকে নেহারি আমি সকলি সুন্দর !
কেন আজি বহিতেছে মৃদু সমীরণ,
লতিকারে মুহুর্মুহু করিয়া চুম্বন ?
কেন আজি তরুলতা হয়ে পল্লবিত,
সেবিতেছে প্রকৃতিরে করিয়া সজ্জিত ?
কেন আজি পিকবধূ গাইছে সুতানে,
জাগায়ে মানব সবে কুহু কুহু তানে ?

উৎফুল্ল কেন আজি রাখালের দল,
চারিদিকে ছুটে ছুটে করে কোলাহল ?
কেন আজি সুকুমার ধেনু-বৎস সবে ?
ছুটাছুটী করিতেছে হম্বা হম্বা রবে ?
কেন আজি পুলকিত বালকের দলে,
ফুল তুলে,—মালা গেঁথে পড়িতেছে গলে ?
কেন আজি সুরসিক যুবক সকল,
সরসীর তীরে বসি হইছে বিহ্বল ?



কেন আজি অচকিতে যুবকের মন,
প্রেমরসে পরিপ্লুত,—উদাস নয়ন ?
কেন আজি মন্ত্রমুগ্ধা ফণিণীর মত,
সুরসিকা যুবতীরা প্রেমে অনুরত ?
কেন আজি তরুণীরা হতেছে সজ্জিত,
মানসমোহিনী সাজে ভুবনচকিত ?

কেন আজি প্রেমিকেরা প্রেমিকা সন্ধানে,
উদাস পরাণে ছুটে ধাইছে সঘনে ?
কেন আজি প্রাণনাথে পেয়ে প্রণয়িণী,
প্রেমালাপ করিতেছে হয়ে উন্মাদিনী ?
কেন আজি বিরহিনী যুবতীর মন,
প্রাণনাথে পাইবারে এত উচাটন ?
কেন আজি হেরি তার বিরস বদন,
অচকিতে ঝরিতেছে সদা দু'নয়ন ?

কেন আজি দূরস্থিত যুবকের মন,
বন্ধুজনে লভিবারে করে আকিঞ্চন ?
কেন তারা মাঝে মাঝে ছাড়িছে নিশ্বাস,—
আকুল উদাস প্রাণে করে হাহুতাশ ?

কেন তা'রা কর্ত্তব্যেতে আজি উদাসীন,
প্রাণসম বঁধুয়ারে ভাবে অনুদিন ?
কেন আজি ভাবুকেরা ভাবেতে তন্ময়,—
ভাবরসে পরিপ্লুত হইছে হৃদয় ?

কেন সবে প্রকৃতির দৃশ্যে আত্মহারা,
গাহিতেছে মনানন্দে—ঝরে প্রেমধারা ?
কেন স'বে বাখানিছে স্রষ্টার কৌশল,
অবিরত ভেবে মনে দৃশ্য সুবিমল ?
আসিছে কি হেথা আজি কোন বিদ্যাধরী
লইবারে সবাকার মনপ্রাণ কাড়ি,—
ভুলাতে মানব সবে নব নব ভাবে,
জানাইয়ে 'আগমনী' কুহু কুহু রবে ?



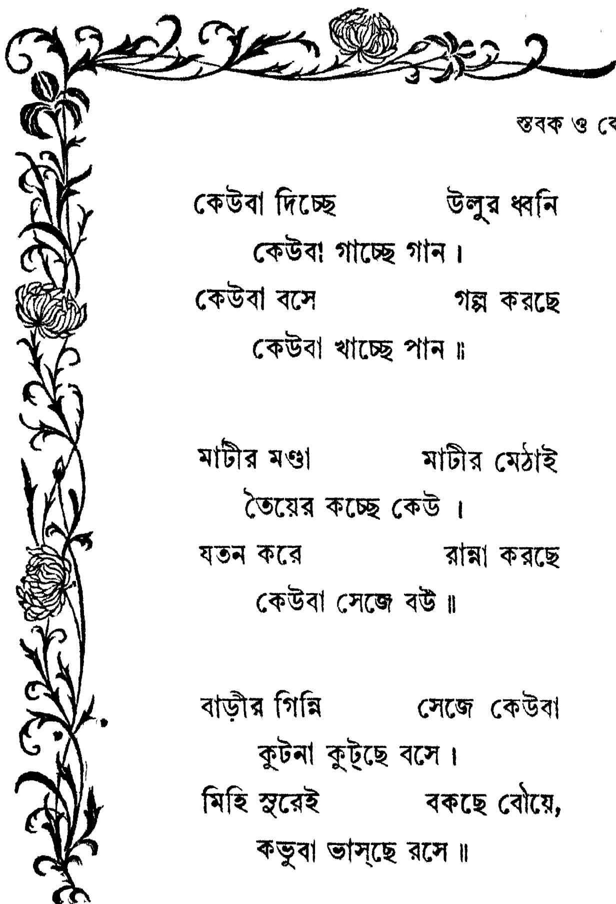
চড়ুই ভাতি

ওই পাড়ায় মণির বাড়ী
হচ্ছে চড়ুই ভাতি।
খবর পেয়ে তাই এয়েছে
ধরার রাণী মাতি॥

ফুল-বসন ফুল ভূষণ
পরিয়ে ধরা-রাণী।
সাজিয়ে গুজে আছেন বসে
ফুল্ল বদনখানি॥

মধুর স্বরে ডাক্‌ছে কোকিল
কেড়ে সবার প্রাণ।
ভ্রমর ভায়া গাচ্ছে গুণ্ গুণ্
মিষ্ট মধুর গান॥

জুটেছে সব পাড়ার মেয়ে
ভরে গেছে বাড়ী।
কেউবা পরে' পাছা পেড়ে
কেউবা পরে' সাড়ী॥



কেউবা দিচ্ছে উলুর ধ্বনি
কেউবা গাচ্ছে গান।
কেউবা বসে গল্প করছে
কেউবা খাচ্ছে পান॥

মাটীর মণ্ডা মাটীর মেঠাই
তৈয়ের কচ্ছে কেউ।
যতন করে রান্না করছে
কেউবা সেজে বউ॥

বাড়ীর গিন্নি সেজে কেউবা
কুটনা কুট্‌ছে বসে।
মিহি সুরেই বকছে বৌয়ে,
কভুবা ভাস্‌ছে রসে॥

গৃহিণী 'রাণী' ভীষণ ব্যস্ত
বাড়ীতে নিমন্ত্রণ।
ছুটছে ধেয়ে ওদিক সেদিক
বাজাইয়ে কঙ্কন॥

'মণি' 'পারুল' 'খোতন' 'বিবি'
পেড়ে আসন পিঁড়ি।
বসছে খেতে মনের সাধে
নিয়ে বাসন হাঁড়ি॥

'লাবু'-'চিনু'—বৌ ঘোমটা দিয়ে
লয়ে ভাতের থালা।
পরিবেশন করছে সবাই
ভুবন ক'রে আলা॥

কারও পাতে দিচ্ছে বেগুন
কারো বা পাতে ভাত।
পরাণ ভরে খাইচ্ছে সবে
নেড়ে আপন হাত॥

মিঠাই মণ্ডা দিল্লির লাড্ডু
গুড় সন্দেশ দৈই।
আরো কত কি খাইচ্ছে আহা
তার ইয়ত্তা নেই॥

এসব দেখে হলুম লুব্ধ
খাইতে হল সাধ।
ধাইয়ে হায়! তথায় গিয়ে
গন্‌লুম পরমাদ॥

বোনেরা সব আমায় দেখে
কাপড় দিয়ে মুখে।
লজ্জায় মরে হাস্‌ছে কতই
গরীব্‌ দাদার দুঃখে॥

ফুটায়ে হাসি বল্লো সবাই
—শুন মোদের দাদা!
ভাত বেগুন মণ্ডা মিঠাই
দই সন্দেশ কাদা॥

সবই মাটী কি খাবে ভাই?
ফিরিয়ে যাও বাড়ী।
সত্যই কাল খাবাবো ভাত
করলুম্‌ সবাই 'আড়ি'॥

'আড়ি' করলো তাইগো আমি
হলুম্ কতেক শান্ত।
পেটটা কিন্তু মানলো নাকো,—
সে যে ভারি দুর্দ্দান্ত !!

স্নেহের ভরে বল্লুম তবু,—
আচ্ছা তবেই বেশ।
দুরন্ত এই উদরটার
ঘুচায়ো দুঃখ ক্লেশ ॥

বোনেরা সব বিয়ে হলেই
শ্বশুর বাড়ী যাবে।
সবার বাড়ী গিয়ে পেটুক
পেটটা ভরে খাবে ॥

দেখো তখন পেটুক্ দাদায়
হেঁকে দিওনা ভাই !
মনের সাধে খেলগো সবে
আমি এখন যাই ॥



নদী-সৈকতে

সন্ধ্যা বেলা একা আমি
সঙ্গে নাহি কেউ,
নদীর তীরে হেঁটে ধীরে,
গন্‌ছি নদীর ঢেউ ॥

রাঙ্গা রবি ভঙ্গ দিয়ে
ডুব্‌ছে নদীর জলে।
ভাঙ্গা মেঘ রঙ্গ করে
হাস্‌ছে কুতূহলে ॥

মন্দবায় গন্ধ বয়ে
চাল্‌ছে এনে গায়।
নেচে নেচে ঊর্ম্মিমালা
চিক্‌মিকিয়ে ধায় ॥

নৌকাগুলি আস্তে ধীরে
পাল তুলে যায়।
দাঁড়তালে ভাটিয়ালে
মাঝিমাল্লা গায় ॥

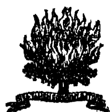
তারাপতি ব্যস্ত অতি
পত্নী-দরশনে।
হাসির ছটা গড়ায়ে পড়ে
প্রেমামৃত সনে॥

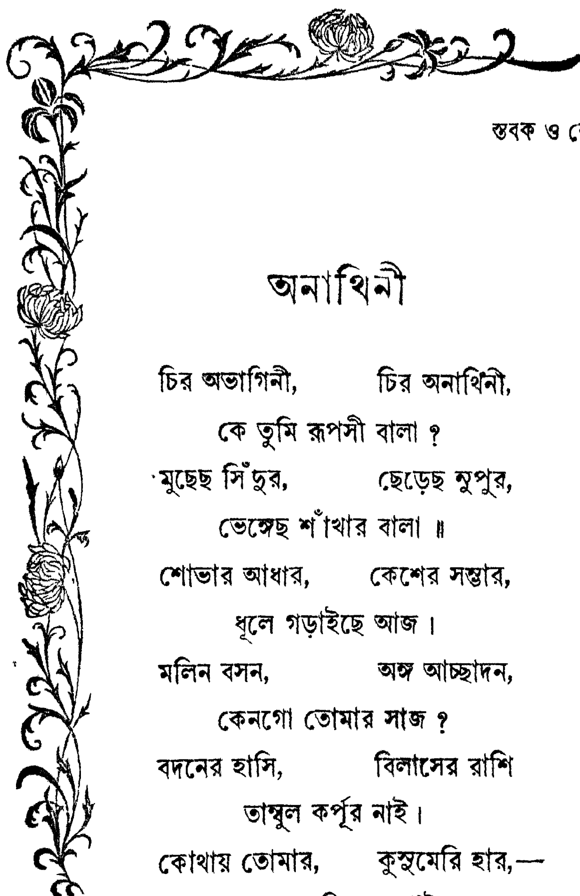
সন্ধ্যা-তারা— নূতন বৌ
থেমে মেঘ-কোণে।
মুচ্‌কি হেসে লজ্জাহীনা
আঁখি-ঠারে টানে॥

যায় চলি পাখীগুলি
পুলকিত মনে।
কলরবে দিক্ পূরিছে
বাসা অন্বেষণে॥

ধেনু সনে হৃষ্টমনে
রাখাল্ বালবৃন্দ।
গেয়ে ধায় কেবা চায়
তালমান ছন্দ?

বৎসগুলি লাঙ্গুল তুলি
হেথা সেথা ধায়।
গাভীগণ ব্যস্ত চিতে
ফিরে ফিরে চায়॥
সান্ধ্য শোভা মনোলোভা
ডুবিল আঁধারে।
কেন পান্থ! বৃথা চিন্ত
ফির নিজাগারে॥





অনাথিনী

চির অভাগিনী, চির অনাথিনী,
কে তুমি রূপসী বালা ?
মুছেছ সিঁদুর, ছেড়েছ নুপুর,
ভেঙ্গেছ শাঁখার বালা ॥
শোভার আধার, কেশের সম্ভার,
ধূলে গড়াইছে আজ।
মলিন বসন, অঙ্গ আচ্ছাদন,
কেনগো তোমার সাজ ?
বদনের হাসি, বিলাসের রাশি
তাম্বুল কর্পূর নাই।
কোথায় তোমার, কুসুমেরি হার,—
কেনগো ছিঁড়েছ তা'ই ?
এ ভরা যৌবনে, আবিল নয়নে,
কেন দীর্ঘশ্বাস শুধু ?
হতাশ পরাণে, কিবা বাণ হানে,
করেছে মরমে ধূ ধূ ?



হরিষ বিষাদ, চির অবসাদ,
কিবা সুখ,—কিবা মান !
শরত হেমন্ত, সুস্নিগ্ধ বসন্ত
নাহিক তোমার জ্ঞান ॥
স্বরগেরি হেম, ভালবাসা প্রেম,
কোথায় গিয়েছে চলে ?
ভেবে ভেবে হায় ! বুক ফেটে যায়,—
দহিতেছ তূষানলে ॥
ক্ষণে বিষাদিনী, ক্ষণে পাগলিনী,
ক্ষণে হেরি ধ্যানমনে।
তিতি অশ্রুজলে, কাঁদিছ বিরলে,
স্মরিয়া 'সর্ব্বস্ব ধনে' ॥
এই দৃশ্য হেরে মম মন পুড়ে',
হইতেছে ছারখার।
নাহি কিগো হায় ! ওগো দয়াময় !
এই দুঃখ প্রতীকার ?
সাধ্বী হিন্দু-নারী যাই বলিহারি,
ধরার রতন হার !
সতীত্ব-রতন করে' সংরক্ষণ,
সার শুধু—'অশ্রুধার' ॥



বিবাহ-বাসরে

(জনৈক বন্ধুর শুভ পরিণয়োপলক্ষে লিখিত)

প্রাণাধিক !

কনক-বরণ জিনি, শুভ দিন প্রসবিনী,
ইন্দু-উষা দিলে দরশন।
সুনীল আকাশ পথে, আরোহি সুবর্ণ রথে,
দিননাথ করে আগমন ॥

হেরি সুপ্তা প্রণয়িনী, ফুলরাণী সরোজিনী
চুমি রবি টানে মুখবাস।
প্রাণপতি পরশনে, জাগি পুলকিত মনে,
কমলিনী হাসে মৃদু হাস ॥

প্রকৃতি সুষমা ভরা, আনন্দে আকুলপারা,
ডুবে যেন মহানন্দ-নীরে।
হাসি মুখে জীবগণ, সম্ভাষিছে প্রিয়জন,
প্রতিধ্বনি বাজে ঘরে ঘরে ॥

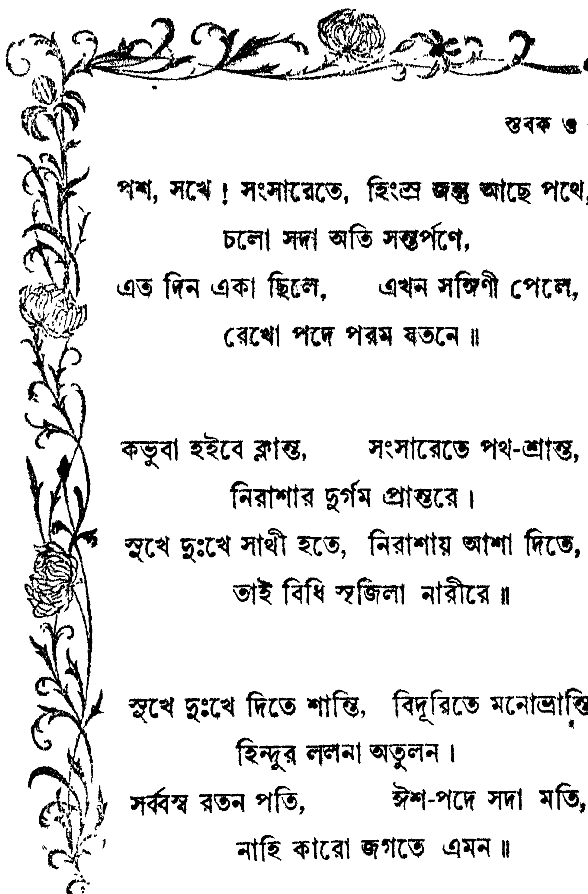
শুভ মাসে শুভ দিনে, নিশিযোগে শুভক্ষণে,
সুখে যুক্ত হবে বর-বালা,
গ্রথি উভে একডোরে, দুই আত্মা এক করে,—
শোভে যথা শ্রীহরি-কমলা ॥

রসাল মাধবী যথা, 'প্রাণাধিক'-'আশা' তথা
পরিণয়ে পরে' প্রেমহার।
শোভার তুলনা নাই, এক বৃন্তে যেন দুই,
— দু'টী ফুল শোভার আধার ॥

শশী পেলে কুমুদিনী, তারকাদি সে যামিনী,
হেরে সুখে যেরূপ বিমানে।
মোরা সব বন্ধুজন, জায়াপতি সুমিলন
হেরিতেছি উৎফুল্ল প্রাণে ॥

সখা !

তুমি একা কর্ণধার, বিশেষ অশক্ত আর,
পরিপূর্ণ সংসার-সাগর।
দু'টী তরী একজনে, চালাইয়ে ধীরমনে,
নীতিপথে হও অগ্রসর ॥



পশ, সখে ! সংসারেতে, হিংস্র জন্তু আছে পথে,
চলো সদা অতি সন্তর্পণে,
এত দিন একা ছিলে, এখন সঙ্গিনী পেলে,
রেখো পদে পরম যতনে ॥

কভুবা হইবে ক্লান্ত, সংসারেতে পথ-শ্রান্ত,
নিরাশার দুর্গম প্রান্তরে।
সুখে দুঃখে সাথী হতে, নিরাশায় আশা দিতে,
তাই বিধি সৃজিলা নারীরে ॥

সুখে দুঃখে দিতে শান্তি, বিদূরিতে মনোভ্রান্তি,
হিন্দুর ললনা অতুলন।
সর্ব্বস্ব রতন পতি, ঈশ-পদে সদা মতি,
নাহি কারো জগতে এমন ॥

উড়াও সুকীর্ত্তি ধ্বজা, ঈশ-পদ করি পূজা,
সাধহ কর্ত্তব্য দৃঢ়মনে,
ভুলিয়া আপন-পর, হও কার্য্যে তৎপর,
জীবন-সঙ্গিনী রেখে সনে ॥

ধর সখে ! প্রীতি-গাথা,   ধর সতী 'আশালতা,'
দোঁহে দাও, দোঁহাকার গলে।
ধর এই প্রীতি-হার,   প্রীতি-জাত উপহার,
স্মৃতির সিঁধুকে রাখ তুলে ॥

চারি দিকে মোহজাল,' পাতিয়া রেখেছে কাল
সংসারের স্রোত খরতর।
হিংসা-দ্বেষ পরিহরি,   স্বামীপদ লক্ষ্যকরি,
সাধু পথে থাক নিরন্তর ॥

তব হৃদি-রাজ্যোপ'রে   অধীশ্বর কর তারে
কীর্ত্তির পতাকা তুলে পথে।
ঈশ পদ নিদর্শন   করি সদা দরশন
দোঁহে চল দোঁহাকার সাথে ॥

পিপাসী চকোর সম   পিও সুধা অনুপম,
ভুলিওনা কভু এজীবনে।
ছায়া সম সদা সঙ্গে   মনোরমা মনোরঙ্গে
থেকো সাথে, সদা প্রাণপণে ॥

শুন সতী 'আশালতা'! 'রমণীর' প্রেম-গাথা—
প্রিয় পূজ্য উপদেষ্টা পতি।
দময়ন্তী নল-তরে কত সহে অকাতরে
তাই তাঁর এত কীর্ত্তি-ভাতি ॥

অতিশয় সযতনে তোষ পতি প্রাণপণে
যে রতন লভিলে এখন।
স্বামীর হৃদয়াকাশে জাগ নব তারা-বেশে
মাগ দোঁহে ঈশ-শ্রীচরণ ॥

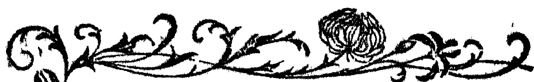
হিন্দু-বিবাহের মত পবিত্র মধুর এত
নাহি আর কিছু এ জগতে।
ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা আর্য্য নারী করে মিতা
হয়ে সতী,—থেকে সাধু-পথে ॥

জগদীশ! মাগি ভিক্ষা—দোঁহে দাও প্রেমশিক্ষা
জয়যুক্ত হউক জীবন।
সত্যবান-রাম যথা সাবিত্রী অথবা সীতা,
হয় যেন তাঁদের মতন ॥

জনৈক ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের বন্ধুর নিকট পত্র

বন্ধু !

কি লিখিব মাথামুণ্ড ?—
অবোধ পিতার কাণ্ড,—
ভাবিয়ে হইয়াছি আকুল।
অষ্টাদশ গত প্রায় !—
যৌবন চলিয়ে যায়,—
দেখ ভাই ! মূঢ়ের কি ভুল !!
এ বয়সে তুটো পাশ,—
দিয়েছি লাগিয়ে ত্রাস !—
সে মূঢ়ের নাহিক চেতনা !
অশিক্ষিত পিতা তাই
মম তুঃখ বুঝে নাই,—
দিবানিশি কত যে যাতনা !!
কি আর পড়িব 'বি এ' ?—
এখনো হয়নি 'বিয়ে,'—
কি 'রসের দিন' চলে যায় !



'বিএ' পড়া পড়ে হবে,—
'এ যৌবন' পাব কবে ?—
চলে গেলে ফিরে আনা দায় !!
'ক্লাস-ফ্রেণ্ড' যত সব,—
প্রেম করে অভিনব,
রসবতী প্রেয়সীর সনে।
কি সুন্দর প্রেম-পত্র !—
ভাবি তাহে অহোরাত্র,
আছি ভাই ! দুঃখ-দিন গণে ॥
'ওল্ড' সেই 'ড্যান্স' 'ফুলে',
কভু সখা ! দেখা পেলে,
বুঝাইয়ে বলিও তাহারে।
তার পুত্র—গুণধরে,
ভুগিতেছে প্রেমজ্বরে,—
ভেসে সদা অকূল পাথারে !!



পিকবধূ

হে পিকবধূ! বসন্তের সন্দেশ-বাহক!
এস, এস, এস আজি মোদের এদেশে,
মাতাইতে প্রকৃতিরে সুমধুর তানে।
তব আগমন-আশে প্রকৃতিসুন্দরী,
রহিছেন বন্যকুঞ্জ সুকুমার করে;
নব পল্লবিত কুঞ্জে বসিয়ে সাগ্রহে
সঞ্জীবিত কর পুনঃ তুষিয়ে সবারে!
তোমার মোহন কুঞ্জ সতত সরিৎ,
সুস্নিগ্ধ বাতাস বহে তব আগমনে,
সুনীল গগন হাসে তব সঙ্গ পেয়ে,
কুহুতানে মাতোয়ারা করিছ সবারে।
শোক-দুঃখ-পরিতাপ তোমাতে অভাব
যখন যেদিকে ফিরি হৃদয় জুড়ায়।
পাপিয়ার সুখ-গীতি, ভ্রমর-ঝঙ্কার,
যাতি-যূথী-মালতীর অপূর্ব্ব মাধুরী
তোমার আগমে সখা! উপভোগে পাই,
তব সম সুখময় কে আছে ধরায়?



মিলন-স্রোত

ধূপ ওই আপনারে,
চাহিছে মিলাতে সুবাসে।
গন্ধ সে ধূপেরে চাহে,
বহিতে সুদূর আকাশে॥
সুর ওই আপনারে,
প্রকাশিতে ছন্দে চাহিছে।
ছন্দ সে আকুল প্রাণে.
সুর-আশ্বানন্দে গাহিছে॥
ভাব ওই পেতে চায়,
রূপেরই মাঝারে অঙ্গ।
রূপ সে লভিতে চাহে
ভাবেরই নিভৃত সঙ্গ॥
অসীম বসিতে যাচে
সীমার নিবিড় আসনে।
সীমা সে অসীমে মাগে
সাগ্রহে,— অজীব যতনে॥

বন্ধ ওই ফিরিতেছে,
খুঁজিয়ে আপনারি মুক্তি।
মুক্ত সে যে মাগিতেছে
কঠোর বন্ধনেরি যুক্তি॥
সৃষ্টি ওই আহ্বানিছে.
প্রলয়ে সংহার হইতে।
প্রলয় চাহিছে সদা
সৃষ্টিরে জড়ায়ে লইতে॥
স্রষ্টার রাজ্যের মাঝে,
মরি কি অপূর্ব্ব ব্যাপার!
ধন্য তুমি, হে বিধাতঃ!
—সার্থক মহিমা তোমার॥

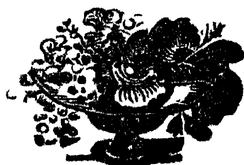


কেন ভালবাসি ?

কেন ভালবাসি তারে
কি দিব উত্তর ?
এ পোড়া পরাণ কাঁদে কেন নিরন্তর ?
মজি কেন তার প্রেমে
হইয়ে বিভোরা,
নিশা যথা শশীসনে হয় আত্মহারা ?
তরঙ্গিণী সম সদা
কেন ছুটে ধাই,
চুমিয়ে তাহারে ঘন,—ঘুচাতে বালাই ?
ঝরে কেন কুসুমের
প্রেম-বিন্দু সম,
আঁখি হ'তে প্রেম-লোর সদা অনুপম ?
তাহার বিচ্ছেদে কেন
হই বিষাদিনী,
দিননাথ অদর্শনে যথা সরোজিনী ?

শ্রাবণের ধারা সম
কেন অবিরল,
ঝরে অশ্রু নিশিদিন, হইগো বিকল !
পলকে প্রলয় জ্ঞান
মনে হয়, হায় !
বিচ্ছেদে শুকায় তনু, হই মৃত প্রায়।
দাবানল সম চিন্তা
পুড়ে কেন মন,
দীর্ঘশ্বাস অধীরতা করে উদ্গীরণ ?
তাহার অভাবে কেন
হারাই শকতি ?
প্রলয় ঝটিকা-ঘাতে লতিকা যেমতি।
চাতকিনী সম কেন
চাহি উর্দ্ধপানে
ভাবি কত তার আশে প্রেমের বিমানে ?
বরিষার অবসানে
শরতে মধুর,
হাসে যথা ধরা-সতী তুলে নব সুর।
বিচ্ছেদ-মিলন তার
কেন সুধাসম
দেয় মোরে নব প্রাণ,—তোষে চিত মম ?

কুমুদিনী যথা হাসে
পেয়ে নিশানাথে,
পুলকে অধীরা কেন মিলি তার সাথে ?
লভি কেন শান্তি সুখ
প্রেম-নীরে ভাসি ?
—চিন্তি মনে যবে, তারে কেন ভালবাসি !
শোকদুঃখ ভুলে যাই
দরশে তাহার,
আহা কি অপূর্ব্ব শোভা হৃদি-দেবতার !



সে যে আনন্দেরি ছায়া

সেই অপরূপ রশ্মি পশিলে নয়নে।
আনন্দের ছায়া বলে ভ্রম হলো মনে॥
স্বর্গীয় অপ্সরা যথা ধরা আলোকিতে।
দেখা দিয়ে নিমেষেতে পলায় চকিতে॥
তেমতি তাহার সেই অপূর্ব্ব মাধুরী।
অদৃশ্য হইল হায়! নিয়ে প্রাণ কাড়ি॥
সমুজ্জ্বল আঁখি তার প্রদোষের তারা।
গোধূলি-কুন্তল সম কেশ মনোহরা॥
অঙ্গের সৌষ্ঠব আর বর্ণিতে বিশেষে।
অন্বেষিতে হয় তায় বসন্ত-প্রত্যূষে॥
চপলার মত সেই নৃত্যোন্মুখ গতি।
মানস নয়নে খেলে প্রফুল্ল মুরতি॥

ক্রম-ঘনিষ্টতা মাঝে হেরিনু তাহায়।
স্বর্গিবধূ-রমা-রূপে মোহিতে ধরায়॥
সুস্মিতার মতিগতি কুমারী-সুলভ।
সুপবিত্র চিন্তাশূন্য গার্হস্থ্য অভিনব॥



কমনীয় রমনীয় সহাস্য আনন।
ভূত ভবিষ্যৎ চিত্র করিছে অঙ্কন ॥
হ'লেও মাধুরী তার অপ্সরার সমা।
ধরার ললনা সাথে মিলেগো উপমা ॥
দুঃখ সুখ, নিন্দাখ্যাতি, ঘৃণা ভালবাসা।
লঙ্ঘে নাই অবলা সে হাসিকান্না আশা ॥

রমণীর দুর্ব্বলতা ঘেরিয়া বামায়।
ঔদার্য্য মাধুর্য্যময়ী করেছে তাহায় ॥
গবেষণাপূর্ণ হৃদি প্রশান্ত মোহন।
আলিঙ্গিতে শমনেরে না ডরে কখন ॥
সুদৃঢ় মানস আর সংযত বাসনা।
জ্ঞান বুদ্ধি নিপুণতা চরিত্র-সাধনা ॥
একে একে সুগঠিত করে সে নারীরে।
আদর্শ-রমণী-চিত্র দেখাইছে ধীরে ॥
যেন তার সেই মূর্ত্তি শিখায় মানবে।
সতর্কিত শান্তপূর্ণ হ'তে এই ভবে ॥





প্রেয়সী আমার।

এসলো সরলা বালা, অমিয় প্রেমের ডালা,
প্রেয়সী আমার!
তোমার মোহন ছবি, কেমনে বর্ণিবে কবি?
কি সাধ্য তাহার?
রক্ত বিম্বফল সম, শোভিতেছে অনুপম,
রক্তাভ আনন।
সুন্দর মাধুরীমাখা, লজ্জায় ঘোমটা-ঢাকা,
আয়ত লোচন॥
মুকুতা-দশন-হার, শুভ্র উজ্জ্বলতা তার,
অতি সুশোভন।
রূপের ছটায় তব, আছে শান্তি অভিনব,
মানসমোহন॥
তোমার কটাক্ষ বাণ, বিদ্ধকরে মমপ্রাণ,—
আপনা হারাই।
তব প্রেম-শান্তি-সুধা, দূর করে সব ক্ষুধা,
কিছুই না চাই॥

সুখে দুঃখে শান্তি দিয়ে, মনোভ্রান্তি বিদূরিয়ে,
তোষ অভাগারে।
যদি কভু হই শ্রান্ত, সংসারেতে পথভ্রান্ত,
স্মরিগো তোমারে ॥
সদা চাতকের মত, তব পানে সচকিত,
তাকাইয়ে রই।
প্রেম সুধা-বারি দানে, পরিতোষ কর প্রাণে,—
—পরাণ জুড়াই ॥
মম প্রতি তব ভক্তি, দেয মোরে নব শক্তি,—
ক্লান্তি দূরে যায়।
তোমার গভীর প্রেম, তুচ্ছ করে মুক্তা হেম,
তাঁহারে শিখায় ॥
যে বিধি সৃজেছে নারী, তাঁহারে বর্ণিতে নারি,
কেমন সে জন!
কভু তাঁর দেখা পেলে, লুটাইয়ে পদতলে,
মাগিব চরণ ॥



আমার গিন্নী

(স্বর্গীয় ডি, এল্, রায়ের "আমার দেশ" শীর্ষক সঙ্গীতের Parody.)

মান অভিমান-ভরা আমার এই মুখহরা,
তাহার মাঝে আছে গুণ এক সকল গুণের সেরা,
ওযে ক্রোধ দিয়ে তৈরি সেযে, কান্না দিয়ে ঘেরা।
এমন গিন্নী কোথায় খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল গিন্নীর রাণী সেযে আমি যারে নমি !!

খুজিলেও বসুন্ধরা, কোথায় পাবে এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িত ক্রোধ-কাল-মেঘে,
ও তার গভীর ডাকে কাঁপিয়ে উঠি,
গভীর ডাকে জাগি।
এমন গিন্নী কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি
সকল গিন্নীর রাণী সেযে আমি যারে নমি !!

এমন উগ্র গিন্নী কাহার, কাহার এমন
বেশের বাহার ?
কাহার এমন রুক্ষ নেত্র আকাশ-তলে মেশে,
এমন চুলের উপর ঢেউ খেলে যায় সুবাস
কাহার কেশে ?
এমন গিন্নী কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি
সকল গিন্নীর রাণী সেযে আমি যারে নমি !!

সর্ব্ব কর্ম্মে দিয়ে ফাঁকি, নাকি সুরে ঝিকে ডাকি
গুঞ্জরিয়া চলে ধনী 'কুঞ্জে' মানে খেয়ে,
সে যে খাটের উপর ঘুমিয়ে পড়ে,
সবার আগে খেয়ে।
এমন গিন্নী কোথায় খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল গিন্নীর রাণী সেযে আমি যারে নমি !!

পতি পত্নীর এমন প্রীতি কোথায় এমন
মধুর স্মৃতি,
ওগো তোমার চরণ দুটী বক্ষে আমার ধরি,
তোমায় পেতে জন্ম আমার, তোমায় পেয়েই মরি।
এমন গিন্নী কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল গিন্নীর রাণী সে যে আমি যারে নমি !!



শনিবারের বারবেলা

শনির শেষে বারবেলাতে
অফিস থেকে এসে।
তাড়াতাড়িতে কাপড় ছেড়ে
হেঁকে ডাক্‌লুম—'নিশে'॥
'নিশা' নামের ভৃত্য আমার,
বড়ই প্রভুভক্ত।
বিনা বেতনে মেহনৎ করে,
তবুও অনুরক্ত॥
গিন্নীর সনে বন্‌তোনাকো
বড়ই বিসম্বাদ।
ঝগড়া ঝাটি সব সময়ে,
—ঘটতো পরমাদ॥
'নিশা' আমায় কর্‌তো নালিশ
গিন্নির আচরণে।
তুষতেম আমি সদাই তারে
মধুর আলাপনে॥

গৃহিণী তাই চটে আগুণ
সদা আমার প্রতি।
কখনও সে রাখতো নাকো
এই দীনের নতি ॥
এ দিনও সে ঝগড়া করে,
তাড়াইয়ে নিশায়।
তেলে বেগুনে জ্বলিয়ে উঠ্‌লো
হেরিয়ে অভাগায় ॥
'নিশার' নাম শুনিয়ে কাণে,
ছুটিয়ে তাড়াতাড়ি।
বৈঠক্‌খানায় দৌড়িয়ে এসে,
লাগালো হুড়াহুড়ি ॥
হুড়াহুড়ির চোটে আমার,
কর্ণ বধির হলো।
শঠান হয়ে পড়লো যেন,
হঠাৎ পড়েই ম'লো ॥
চরণ দু'টী ধরিয়ে তার,
আস্তে দিলাম মলে'।
জানু পাতিয়ে বস্‌লেম সেথা,
গিন্নীর পদতলে ॥



কতই মতে মাগিনু ক্ষমা
সাধ্য সাধনা করে।
কর্‌লেন দেবী ক্ষমা আমায়
বহু ক্লেশের পরে ॥
তাই বল্‌ছি সবায় আমি
ভুলেও কভু কেহ।
ছাড়িও নাকো এই বারেতে,
আপনারই গেহ ॥
ছাড়লে পরে আমার মত,
ভুগতে হবে শেষে।
শনিবারের বারবেলাটী
বড়ই সর্ব্বনেশে ॥



অশ্রু-সম্ভাষণ

(কলিকাতা-পথে,—গোয়ালন্দ-ষ্টীমারে)

পশ্চিম গগনে যথা ডুবিলে চাঁদিমা,
সুচারুবসনা নিশি
পরিত্যজি শুভ্র হাসি,
প্রকাশে বদনে তার ভীষণ কালিমা,
তেমতি হে ভ্রাতৃগণ! ভারাক্রান্ত চিতে
আসিয়াছি প্রাণভরে বিদায় লইতে।

মোদের প্রীতিরক্ষেত্রে বিমল বিধানে
নবব্রতে, নব প্রাণে,
প্রবেশিনু যেই ক্ষণে,
ভেবেছিনু চিরতরে এ সুখ-মিলনে,
শারদ শশাঙ্ক-প্রায় সবারি হৃদয়ে
থাকিবগো চিরদিন পূর্ণজ্যোতিঃ লয়ে।

সাধিতে জীবন-ব্রত প্রিয় ভ্রাতৃগণ!
আজি বহু বর্ষ-পরে,
কালের চক্রেতে পড়ে,
ছাড়িয়ে যেতেছি সবে হয়ে ক্ষুণ্ণ মন,
তাই আজি ভাঙ্গা হৃদে, বিষাদিত চিতে
কাঁদিয়া এসেছি, ভাই! বিদায় লইতে।

নীরব প্রকৃতি-দেবী নীরব সকল
নীরব তটিনী-জল,
নীরব বিহঙ্গ-দল,
নিস্তব্ধ রাখালদল মৌন কৃষিবল, ;—
বিষণ্ণতা যেন আজি করে অধিকার
বিরাজিছে সগৌরবে চৌদিকে আমার।

হেমন্ত আগমে যথা প্রফুল্ল কমল
ক্রমে হয় ক্ষীণ তনু,
হাসেনা উদিলে ভানু,—
ত্যজে রমণীয় কান্তি পূত পরিমল,
তেমতি গো আজি মম বিদায়ের দিনে
শরতের অবসান ভাবিতেছি মনে।

নানা বাক্যে উপদেশে কোহিনূর জিনি,
দীনের অন্তর-গেহ
ভাতিয়াছ অহরহ,
নিশাকান্তে পেয়ে যথা উজলে যামিনী ;
কিনেছ এ ক্ষুদ্র হৃদি ভ্রাতৃভাব গুণে—
সোহাগে প্রীতিতে আর প্রেম আলাপনে।

ভ্রাতৃগণ !
এ দীনের অপরাধ কর পরিহার,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কত,
দিয়েছি যন্ত্রণা শত,
ঠাট্টা-দ্বন্দ্ব-পরিহাসে ব্যথা অনিবার,
আজি সেই অনুতাপ সহস্র লহরে
রাবণের চিতাপ্রায় দহিছে অন্তরে।

বড়ই কঠিন ওগো ! বিদায়ের ধ্বনি,
বিদায় কহিতে হায় !
হৃদয় বিদরে যায়,
কোন প্রাণে লই আজি বিদায় অমনি ?
এসেছি সন্ধ্যার সেই কমলের প্রায়,
প্রভাতি শশাঙ্ক সম লইতে বিদায়।

তোমাদের কাছে আজ কাতর প্রার্থনা
করিলে শতেক দোষ,
স্নেহগুণে ত্যজে রোষ,
ছোট ভাই বলে তাই করিও মার্জ্জনা,
কাঁদিয়ে এসেছি আজি কাঁদাতে সবায়,—
ভ্রাতৃগুণে ক্ষমা দানে দাওগো বিদায়।

সাধিয়ে মনের সাধ যদিবা কখন,
মায়ের চরণ চুমে,
ফিরি পুনঃ জন্মভূমে,—
তোমাদের পূর্ব্বস্নেহ করিয়ে স্মরণ
দিও সদা অভাগারে হৃদিকোণে স্থান,—
কুন্ঠিত হয়োনা কভু দিতে এই দান।

আছে কি এ হেন দ্রব্য হৃদয়-ভাণ্ডারে,
যাহা আজি যত্ন ভরে,
অরপিব তোমাদেরে
দুঃখভারাক্রান্ত চিতে, কৃতজ্ঞ অন্তরে ?—
নাহি কিছু,—বিনে মম তপ্ত অশ্রুজল,
—এ মরতে একমাত্র দীনের সম্বল।

দয়া করে লও এই ক্ষুদ্র উপহার,—
স্মৃতির সিঁধুকে রেখো,
কভু দীনে ভুলোনাকো,—
এই ভিক্ষা দাও দীনে মিনতি আমার ;
হয় কি না হয় দেখা জীবনে কখন,
লও আজি অভাগার "অশ্রু-সম্ভাষণ" !



আজি কোথা যাবো ?

হৃদে বল কোথা' পাবো ?—
সহায়-সঙ্গতি-হীন		হইয়াছি আজি,
ভেঙ্গে গেছে ক্ষুদ্র হৃদি,
অশ্রু ঝরে নিরবধি,—
—আজিকে কোথায় যাবো ?
হৃদে বল কোথা পাবো ?

দাঁড়াবার (স্থান) কোথা পাবো ?—
কে মোরে করিবে দয়া		এ হেন দুর্দ্দিনে,
কে মোরে দিবেগো ভিক্ষা,
কে মোরে দিবেগো শিক্ষা,—
আজিকে কোথায় যাবো ?
দাঁড়াবার স্থান কোথা পাবো ?

আজি কাহারে ডাকিবো ?—
কে করিবে কর্ণপাত		দীনের কথায় ?
কে মোরে দিবেগো সাড়া ?
কে হইবে আত্মহারা ?—
—আজিকে কোথায় যাবো ?
আজি (আমি) কাহারে ডাকিবো ?

তাঁরে কোথা গেলে পাবো ?—
করিবেন দয়া যিনি, এই অভাজনে,
ভিক্ষা, শিক্ষা, সান্ত্বা দিয়ে,
তুষিবেন কোলে নিয়ে ?—
—আজিকে কোথায় যাবো ?
—তাঁরে কোথা গেলে পাবো ?



বৌদ্ধ বিহার

(কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহার সন্দর্শনে)

আহা কি শান্তির ভূমি বৌদ্ধের বিহার,
যেথা বাসে তরে সাধু ভব-পারাবার,
সংসারের দুঃখ দৈন্য নাহিক হেথায়,
ঈর্ষা-ঘৃণা আদি কভু নাহি স্থান পায়।

বাসনা নাহিক হেথা সংসার সুখের,
কভু নাহি বহে স্রোত ঘৃণিত পাপের ;
শোক-দুঃখ-জরা-মৃত্যু-জন্ম আদি হ'তে,
মুক্তি আশে বাসে সবে হেথা পূত চিতে।

দারা পুত্র পরিবার আদি ধন জন,
তুচ্ছ করে বাসে সাধু হয়ে পূত মন ;
কভু নাহি শ্রান্তি-গ্লানি আশ্রম-মাঝারে,
নাহি কভু কোন দুঃখ কাহারো অন্তরে।

দিবানিশি একমনে সবে করে ধ্যান—
সঁপিয়া পরম ব্রহ্মে কায় মনোপ্রাণ ;
বাহ্যদৃশ্যে নাহি মন,—নাহি যাগ হোম,
পূতমনে করে ধ্যান হ'তে পূর্ণকাম !

আতিথেয় সদা এই বৌদ্ধ যতির্গণ,
অতিথি সেবায় কভু নহে ক্ষুণ্নমন ;
সাধু উপদেশে সদা তুষিছে সবারে,
সাধিছে বিশ্বের হিত অশেষ প্রকারে।

এমন পবিত্র ধাম নাহি কোথা আর,
নাহি,—নাহি,—নাহি এই ধরণী মাঝার,
ত্যজিয়া সংসার মোহ—ধন-পরিজন,
এস হেথা,—নিবাসহ, ওরে ভ্রান্ত মন !



বুদ্ধদেব

কে তুমিগো যোগিবর! ধ্যানে নিমগন,—
নিবাত-নিষ্কম্প চারু প্রদীপ যেমন,—
সংসারের তুচ্ছ সুখ করি বিসর্জ্জন,
নিমিলিত নেত্রে সদা করিছ মনন ?

রাজ্য-সুখ,—ভোগসুখ,—বাসনা সকলি,
তুচ্ছ বলে' অকাতরে দিয়ে জলাঞ্জলি'
কি হেতু সহিছ আজি অসহ্য যাতনা,—
অনিদ্রায় অনশনে করিয়ে সাধনা ?

দারাপুত্র পরিবার আজি কোথা তব ?
কেনবা ছাড়িলে তুমি অসীম বৈভব ?
লভ কি আনন্দ তায় তব এই ধ্যানে ?—
ছাড়িয়ে সংসার-সুখ তুচ্ছ মনে জ্ঞানে !

যদি হয় সুখ ইথে কিবা সুখ বল,
ঘুচাতে কি পারে কভু জরাদি সকল ?
শোক-দুঃখ-পরিতাপ-জন্ম-মৃত্যু-জরা,
ঘুচিতে কি পারে তাহে,—ত্যজে এই ধরা ?

যে বিষয়ে রত হয়ে করিতেছ ধ্যান,
হইয়ে তাহাতে সিদ্ধ, সাধহ কল্যাণ ;
পৃথিবীর আর্ত্ত-ব্যাধি-মৃত্যু-শোক-তাপ,
ঘুচাও নিমেষে দেব ! দেখায়ে প্রতাপ !

ভাঙ্গহ মোহের ঘুম মানব সবার,
বুঝাইয়ে তাহাদেরে অনিত্য সংসার,—
দারাপুত্র পরিবার, বিপুল বৈভব
তুচ্ছ ! তুচ্ছ !! অতি তুচ্ছ !!! ঘৃণ্য অতি সব।

ফিরাও পরম ব্রহ্মে তাহাদের প্রাণ,
বিতরিয়ে অকাতরে তব সৌম্য জ্ঞান,
লভুক অটুট শান্তি মানব সবায়,
সাম্যজ্ঞান, সৌম্যমন্ত্র লভি এ ধরায়।



বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি ও বিহারাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির ও সহকারী সভাপতি জগজ্জ্যোতিঃ-সম্পাদক জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয়দ্বয়ের পুণ্য-স্মৃতিতে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

রবি-শশী-প্রায় উজলি ধরায়
কে তোমরা মহাজন!
ধরম তিমিরে বিদূরিয়া ধীরে
মোহিতেছ বিশ্বজন?

সত্য গুণ-জ্ঞানে মাতায়ে পরাণে
বিদূরিয়া অন্ধকার।
সদ্ধর্ম্মের জ্যোতিঃ কীর্ত্তিযশ ভাতি
প্রকাশিছ পুনর্ব্বার॥

ধর্ম্ম-উপদেশ আশীষ অশেষ
বুদ্ধ-মহিমা-গান।
হৃদয় কান্তারে মধুর ঝঙ্কারে
তুলে নিষ্কাম তান॥

অসীম করমে   বিলুপ্ত ধরমে
রক্ষিয়া বিনাশ হ'তে।
বুদ্ধ-মহিমা—   ধরম-গরিমা
নিনাদিলে এ জগতে ॥

আপন-প্রভাবে   জাগায়ে মানবে
ধরম-নিশান ধরে।
সাধিতেছ কত   করম সতত
জীবের কল্যাণ তরে ॥

স্বজাতির দুঃখে   ত্যজি নিজ-সুখে
ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে লয়ে।
উৎফুল্ল অন্তরে   দেশ দেশান্তরে
পূত প্রেমে যাও ধেয়ে ॥

বিশ্বপ্রেমে গলে   সিমলা চট্টলে
দিল্লী লক্ষ্ণৌ আদি স্থানে।
স্থাপিয়া বিহার   করিছ প্রচার
বিলুপ্ত ধরম,—জ্ঞানে ॥

কলিকাতা ধামে   'ধর্ম্মাঙ্কুর' নামে
বিহার স্থাপন করি।
কত কষ্ট সহে   অহরহ তাহে
সিঞ্চিতেছ প্রেমবারি ॥

অজ্ঞানান্ধ নরে   উদ্ধারের তরে
'জগজ্জ্যোতিঃ' প্রকাশিয়া।
ধর্ম্ম-জ্ঞান দানে   ঢালি সুধা প্রাণে
তুষিছ সবার হিয়া ॥

রাজা-মহারাজা   দীন-হীন প্রজা
পেয়ে সবে সমাদর।
ভক্তি যুত মনে   আতিথ্য গ্রহণে
আপ্যায়িত নিরন্তর ॥

অনাথ-শরণ   পতিত-পাবন
এমনি কে আছে আর ?
রক্ষ প্রাণপণে   বিশ্ব-সর্ব্বজনে
তোমরা ধরার সার ॥

নিন্দা-প্রশংসায়   ঘৃণায় লজ্জায়
বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান।
শত সুখ-দুঃখ   হইছে বিমুখ—
হৃদে নাহি পায় স্থান॥

স্বীয় গুণ-বলে   এই ভূমণ্ডলে
লভ কীর্ত্তি-যশঃ শত।
অফুরন্ত ভাবে   প্রকৃতির সবে
কীর্ত্তিগাথা গাহে কত॥

মৃদু সমীরণ   বহে অনুক্ষণ
যশোগন্ধ লয়ে বুকে।
আনন্দেতে ধায়   যথায় তথায়
মাতোয়ারা হয়ে সুখে॥

কোকিল-পাপিয়া   প্রেমেতে মাতিয়া
সঘনে গাহিছে গান।
সুকণ্ঠ-সেতারে   মহিমা প্রচারে
মোহিয়া সবার প্রাণ॥

সুধাকণ্ঠ অলি সদা প্রাণ খুলি
হর্ষে যশোগাথা গায়।
ভ্রমি কুতূহলে এ ফুলে ওফুলে
ফুল্ল প্রাণে নেচে ধায়॥

তোমাদের যশে ভাসি নব রসে
ধায় নদী সিন্ধু-পানে।
চুমিয়া সাদরে পূত প্রেমভরে
প্রাণেশে বন্দিছে গানে॥

ওহে ধর্ম্মস্বামি! মূঢ়জন আমি
কি বর্ণিব কীর্ত্তি যত।
সহস্র লিখনি যায় হার মানি
দীন-হীন-শক্তি কত?

আশীর্ব্বাদ কর পাপতাপ হর
ওই মহিমার গুণে।
ধন্য হই যেন লভি গুণ হেন
ভালবাসি বিশ্বজনে॥

ইচ্ছা হয় মনে   ধর্ম্মবাণী শুনে
সতত কাটাই কাল।
ত্যজি মোহমায়া   লভি পদছায়া—
টুটিগো বন্ধন-জাল ॥

হৃদয়-উদ্যান   হয়েছে শ্মশান
বিষয়ের দাবানলে।
ভক্তি-পুষ্পহার   কোথা পাব আর
দিতে অর্ঘ্য পদ-তলে ?

বিনে অশ্রুধার   কি আছে আমার
সাজাতে পূজার ডালা ?
স্নেহ বরিষণে   লও নিজ-গুণে
অশ্রু-কুসুম-মালা।





কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু মহোদয়ের সিংহলস্থ সুপ্রসিদ্ধ 'কল্যাণী' সভা-প্রদত্ত "সদ্ধর্ম্মবাগীশ" উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে

আনন্দোচ্ছ্বাস

কত বর্ষ আজি হায়!   আনন্দে কাটিয়ে যায়,—
তব সাথে ঘটিল মিলন।
'কৃপাশরণের' সনে   ভ্রমি দেব! হৃষ্টমনে
"কর্ম্মক্ষেত্রে" দিলে দরশন॥

নিদারুণ বরষায়   পথ-শ্রম ক্লান্তি হায়!
পায় নাই তব হৃদে স্থান।
দীনে তুষিবার তরে   নিজগুণে দয়া করে
বাড়াইলে অভাগার মান!

স্বরগ-পীযূষ সম   লভে শান্তি অনুপম,
গণেছিনু তোমারে তখন।
কৃপাশরণেরে নমি,   নিশ্চয় হইবে তুমি—
কর্ম্মবীর, সুধী, মহাজন!

জানিবারে হল আশ মনোভাব পরকাশ
করে' আমি শুধাইনু সবে।
সকলে বলিল মোরে চিনে এই ভিক্ষুবরে
হেন জন নাহি কেহ ভবে ॥

কর্ম্মবীর তুমি হও কভু যশ প্রার্থী নও
নিরবেতে কর্ত্তব্য সাধিয়া।
জ্ঞানধর্ম্ম অনুসরি উদ্দেশ্য সাধন করি
নিজ-মনে যেতেছ চলিয়া ॥

কত ক্ষণ তুলারাশি অনল-মহিমা নাশি
রাখিবারে পারেগো ঢাকিয়া ?
আগুণ প্রদীপ্ত হলে তুলারাশি যায় চলে
অগ্নি উঠে স্বতঃ প্রকাশিয়া ॥

তেমতি মহিমা তব, আকর্ষিয়া অভিনব,—
তুষ্ট করে সবাকার মন।
তব চেষ্টা ব্যর্থ করে,— তার স্বীয় গুণ ধরে
বিমোহিল আজি সর্ব্বজন !!

পণ্ডিতের লীলাভূমি— সাগরের বক্ষ চুমি
শোভে যেই 'সিংহল' নগর।
তদ্দেশীয় সুধীজন হয়ে পুলকিত মন
তব গুণে করে সমাদর॥

গুণীজন-সমাদর লভিয়ে হে ভিক্ষুবর!
কি গৌরব করিলে অর্জ্জন!
জহুরী বিহনে ভবে কাঞ্চন আদৃত কবে?—
যোগ্য-হস্তে পড়িল রতন!!

সেবি 'কৃপাশরণেরে,' সেবি 'বৌদ্ধসমাজেরে'
যেই কীর্ত্তি লভিলেগো আজি।
চীঁর পীতবাস পরে' সদ্ধর্ম্মের হিত-তরে
বিরাজহ দেব সাজে সাজি॥



PUNCTUALITY

বা

পাগলের প্রলাপ

আমরা সব 'Punctualistsএর' দল।
সময়-নিষ্ঠ হওয়া কষ্ট 'Regular' সকল॥
কতই 'Plan'মাথায় খাটাই 'Punctualists' হতে
ঘড়ি ধরে 'Routin' করেও পারিনা কোনমতে॥
সদাই ভাবি আমরা খুবই 'Punctualists' হব!
Follow করে 'Routine সদাই' পড়্‌ব, খাব, শোব॥
এক মিনিটও 'waste' নাহি করবো কোন দিন।
কাঁটায় কাঁটায় 'Follow' করেই চালাব 'Routin'॥
"Early to Bed", "Early to Rise" এই—
'Motto' ধরে।
শুয়ে পড়ি সকাল সকাল 'Early Rise'এর তরে॥
উঠা কষ্ট 'Early Time'এ মধু ঘুমটা ছেড়ে।
তাই উঠি কোন মতে বেলা দুপুর করে॥
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি পুকুরের দিকেই ছুটি।
'Friends'এর সঙ্গে আড্ডা দিয়েই ঘণ্টা দুয়েক কাটি॥



আড্ডা ছেড়ে বিদায় নিয়ে 'Any How' ধুয়ে মুখ।
'Routin Follow'করিবারেই হইগো উৎসুক ॥
'Time' দেখিয়ে অবাক হই, কতই 'Repent' করি।
এটা সেটা বহি ধরে 'Hurridly'তে পড়ি ॥
কত যে পড়ি মাথামুণ্ডু এক নিশ্বাসেই হায়!
তবু' পড়া হয়না কিছুই এযে বিষম দায় !!
বহু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি তাড়াতাড়ি নাইবারে যাই।
কোথায় নাওয়া কোথায় দাওয়া তাড়াতাড়ি খাই ॥
খাওয়া দাওয়া হল শেষ,—তিন গ্রাসেই সারা!
হাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দৌড়িয়ে গিয়েও খেলুম স্কুলে তাড়া!
স্কুল 'Gate'এ ঢুকবার সময় হঠাৎ মনে হলো।
ভুলে গেছি 'Task' আনতে, আহা কেমন মনভুলো!
বকে ঝকে 'Teacher' খুবই পিটুনি দিলেন পিঠে।
পিটুনি যাহা কি বলিব যেন নিম্ নিসুন্দি মিঠে ॥
এইতো হলো পড়ার ফর্দ্দ 'Daily statement'!
ধরলুম যা' তা' পাশ করিয়ে 'Hat, Coat, Pent' ॥
ডেপুটী আদি হাকিমিগিরির উমেদারি করি।
ভাগ্যে যদি ঘটে কভু সাতপুরুষ যায় তরি' ॥
তখন আমরাই হর্ত্তাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহিক বিচার নাহিক কুলমান ॥



যাহা ইচ্ছা তাহাই করি' অন্যায়ে না করে ভয়।
'Wine, Tea, 'Beef' আদি খাই যত মনে লয়॥
দপ্তরী বেয়ারা আমলাদির করি সর্ব্বনাশ।
এক মিনিট 'Late', ও হলে তাঁদের গলায় দিই ফাঁশ॥
'Dham, 'Fool,' 'গাধা', 'শূয়ার' কত কিছু ডাকি।
'Dismiss' করে জেয়াস্ত মারতেও রাখিনাকো বাকী
মাঝে মাঝে বকি—"Dham, শূয়ার, You should
be regular"।
আপন 'Regularity' আহা! সে যে—
কতই চমৎকার!!
নিজের কাছে যেগুণ নাই পরের তাহা চাই।
মোদের মত বুদ্ধিমান আর কোথায় আছে ভাই?"



বৈশাখী পূর্ণিমোৎসব-উপলক্ষে ভারতগৌরব স্বনামধন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি অনারেবল্ ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নাইট, সরস্বতী, সি এস্ আই মহোদয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভায় পঠিত

শুভ আবাহন-গীতি

নির্ম্মল নীলিমাকাশে, মধুর জোছনা ভাসে,
প্রফুল্ল শশাঙ্ক হেসে অবনী হাসায়।
তরুরাজি পত্রযুত, পুষ্পদলে সুশোভিত
হাসিতে হাসিতে যেন ধরণী লুটায়॥

সুমধুর কুহুতান, মোহিত করিছে প্রাণ,
পিকবধু তরুশাখে গাহিছে অদূরে।
পুষ্পমধু আহরণে, ঝাঁকে ঝাঁকে অলিগণে,
গুণগুণ স্বরে আজি আহ্বানিছে নরে॥

বহে মৃদুমন্দগতি, কুলুকুলু স্রোতস্বতী,
আনন্দে ছুটিছে ওই সাগরের দিকে।
মেঘরাশি নিরমল, ঢালিতেছে অবিরল,
নব বারি-সুধা কত ধরিত্রীর বুকে॥

"পূর্ণিমা-উৎসবে" আজি, পুলকে বসুধা সাজি
মাতাইছে মহানন্দে সবাকার প্রাণ।
ভাই বন্ধু সবে মিলি করিতেছে কোলাকুলি,
বৈশাখী পূর্ণিমা-দিনে হয়ে একতান ॥

ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী, স্ব-উৎসবে তাড়াতাড়ি,
হেথায় সেথায় আজি যেতেছে ছুটিয়া।
জাপানাদি চীন লঙ্কা, ইউরোপ আমেরিকা,
গাাইছে বিভুর গীতি বুদ্ধেরে স্মরিয়া ॥

বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে, 'শাক্যসিংহ' শুভক্ষণে,
জনম বুদ্ধত্ব মৃত্যু লভেছিলা ভবে।
তাই 'পূত দিন' বলে বাখানিছে কুতূহলে,
করিতেছে যোগদান এ পুণ্য-উৎসবে ॥

নাহি আজি হিংসা দ্বেষ, নাহি আজি শোক লেশ,
নাহি আজি দুঃখতাপ এ পুণ্য-মিলনে।
উচ্চ নীচ নাহি জ্ঞান, হয়ে সবে একপ্রাণ,
ধ্বজাঘট পুষ্পমালা সাজাছে যতনে ॥

তাই আজি সুসজ্জিত, মহানন্দে নিমজ্জিত,
'ধর্ম্মাঙ্কুর সভাগৃহ' ঘটমাল্য ধ্বজে।
পূর্ণঘট হাসিমুখে, ধ্বজা ঐ সকৌতুকে,
আহ্বানিছে সবাকারে মহানন্দে মজে ॥

আহ্বান করিছে সবে, সসম্ভ্রমে এ উৎসবে,
প্রকৃতির সনে মিশি লয়ে পুষ্পমালা।
বাণীর শ্রদ্ধার পাত্রে',— 'জননীর মুখ্য পুত্রে,'
সভাপতি বরিবারে হাতে লয়ে ডালা ॥

এ হেন মধুর দিনে, এস দেব! শুভক্ষণে,
সভাপতি-রূপে হেথা ধার্ম্মিক প্রধান!
এই দীন বৌদ্ধগণে, আহ্বানিছে সযতনে,—
এস ধ্রুবতারা সম আদর্শ-মহান!!

ধার্ম্মিক সুজন জ্ঞানী, তব সম নাহি মানি,—
ধর্ম্মেতে উন্মুক্ত প্রাণ তুমি মহাজন!
পরহিত-কামনায়, সদা তব চিত্ত ধায়,
বিশ্বের মঙ্গল তরে অশেষ যতন ॥

সুবিচারী ন্যায়বান, জ্ঞানবান সুপ্রধান,—
জ্ঞানের উন্নতি তরে তোমারি প্রয়াস।
উচ্চশিক্ষা সুবিচার, নিতি নিতি রচে হার,
পরাইয়ে তব গলে মিটাইছে আশ॥

যশপ্রার্থী নহ তুমি, যশ যায় তোমা চুমি,
অনন্ত বসুধা ঘুরে তব যশ গায়।
তোমার কৃপার ঋণ, কভু নাহি হবে ক্ষীণ,
তব সম বন্ধুজন কে আছে ধরায়?

দীনদুঃখী সর্ব্বজনে, তু'ষে সদা প্রাণপণে,
অর্জ্জিতেছ কত কীর্ত্তি আপনার গুণে।
'ভারতের অধীশ্বর,' বাড়াইয়ে নিজ কর,
সাজালেন তাই তোমা উপাধি ভূষণে॥

ভ্রমর পাপিয়া গানে, কোকিলের কুহুতানে,
গাহিছে অনন্ত বিশ্ব তোমার মহিমা।
কুলু কুলু কুলু স্বরে, স্রোতস্বিনী গান করে,
চন্দ্রসূর্য্য প্রকাশিছে তোমার গরিমা॥

মৃদুমন্দ সমীরণ, বয়ে ধীরে অনুক্ষণ,
তোমার সুবাস দূরে ছড়ায় নিয়ত।
পশুপক্ষী কীট যত, ভূধর সাগর কত,
গাহিছে তোমার যশ এবিশ্বে সতত ॥

ভক্তিযুত পূতমনে, সবিনয়ে সযতনে,
আবাহন করি তোমা কৃপা-ভিক্ষা-আশে।
নিজগুণে দয়া করে, দীন "বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুরে,"
এস, এস, এস, দেব! মহিমা প্রকাশে ॥

জ্ঞানশিক্ষা উপদেশে, অজ্ঞান তমসা নেশে,
আলোকিত কর, দেব! এ ক্ষুদ্র অন্তর।
তোমার মহিমাগুণে, শান্তি যেন পাই মনে,—
লভিয়ে অপূর্ব্ব সুখ বিশ্বে নিরন্তর ॥



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্‌সেলার্‌ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের সভা-পতিত্বে কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভায় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের "প্রীতি-বিদায়-অধিবেশনে" সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহোদয় কর্ত্তৃক সুমধুর তান-লয়ে গীত

বিদায়-সঙ্গীত

বিদায়েরি ধ্বনি বড়ই কঠিন
পরাণ বিদরে শ্রবণে হায়!
কোন প্রাণে আজি দিবগো বিদায়
মন যে প্রবোধ মানে না তায় ॥
প্রভাতি শশাঙ্ক সন্ধ্যারি কমল
নিষ্প্রভ যথা বিচ্ছেদ যায়।
বিদায়ের ক্ষণে তেমতি মোদের
হৃদয় শতধা ফাটিতে চায় ॥
দীন 'ধর্ম্মাঙ্কুরে' নাহি কিছু ভাই
অর্পিব যাহা প্রীতির ভরে।
ভিক্ষুর সম্বল—মঙ্গল আশীষ
দয়া করে লও স্মৃতির তরে ॥

স্মৃতি-মঞ্জুষায় রাখিও যতনে
ভুলোনা, ভুলোনা—কামনা তায়।
হউক পূরিত পূত মনস্কাম
পূজি' মহাদেবী ভারত-মা'য়॥



কানন-রাজ্য

(শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেন সন্দর্শনে)

প্রকৃতির রম্য শোভা অতিশয় মনোলোভা
সন্দর্শনে করিনু মনন।
পশিলাম ধীরে ধীরে ডুবিলাম ভাব-নীরে
হেরিবারে বিচিত্র কানন ॥
সম্মুখে অপূর্ব্ব রাজ্য প্রকৃতির সুসাম্রাজ্য
নেহারিয়ে হইনু বিকল।
হৃদে আনন্দের ধারা ব'য়ে করে আত্মহারা
লভিলাম শান্তি পরিমল ॥
ছুটীনু পাগল-প্রায় হইয়ে উধাও হায় !
কান্তারের এদিক সেদিক।
একাধারে দৃশ্য সব মুগ্ধ ক'রে অভিনব
চিত্ত-পথে ক'রে ঝিক্‌মিক্ ॥
ঘুরে ঘুরে বহু পথ নেহারিনু শত শত
ফলেগ্রাহী, অবকেশী লতা।
কত কুঞ্জ পুষ্পবাটী অতিশয় পরিপাটী
বিরাজিছে ফল-ফুল লতা ॥



সে অটবী-অধীশ্বর   সুবিশাল তরুবর,
বহুপাত রয়েছে দাঁড়ায়ে।
উষ্ণীষ শোভিছে শিরে   বহুদূর আছে ঘিরে
রাজদণ্ড হস্তে বাড়াইয়ে॥
বিমোহিয়া সর্ব্বজন   প্রকৃতির সিংহাসন
হাসিতেছে নিজ ধনে পেয়ে।
সাম্য সৈম্য সুউদার   সে রাজার ব্যবহার
প্রজাগণ আছে সুখে খেয়ে॥
সমীরণ নিজে এসে   নেচে নেচে হেসে হেসে
করিতেছে ব্যজন সবারে।
অনুচর, প্রজাগণ   লভে সুখ অগণন
হাসে সদা উৎফুল্ল অন্তরে॥
এ রাজ্যে নাহিক কর   জমি সবই নিষ্কর
নাহি হেথা আদান-প্রদান।
'রঞ্জন' করিছে বলে   রাজ্যবাসী কুতূহলে
বহুপাতে করিছে সম্মান॥
নহে রাজা স্বেচ্ছাচারী—সতত সে ধর্ম্মাচারী
আতিথেয় মিষ্টভাষী আর।
নাহি উপদ্রব হেথা,—বিরাজিছে যেথা সেথা
সুখশান্তি রাজ্যেতে সবার॥

আত্মপর ভেদ নাই বিবাদের নাহি ঠাঁই
এ রাজ্যেতে সব একাকার।
হিংসা ঘৃণা দ্বন্দ্ব দ্বেষ নাহি কিছুমাত্র লেশ;
—মরি কিবা শান্তির বাহার !!
শান্তি-সুখ সুবিপুল এ রাজ্যের অনুকূল—
বিবাদ-কালিমা দৈন্য কোথা ?
লভে রম্য বায়ুজল পায় শান্তি নিরমল
দুরাকাঙ্ক্ষা কভু নাহি হেথা ॥
সুবিনয় সদাচার বিরাজিছে চারিধার
সকলেই চির আতিথেয়।
অতিথি আসিলে ঘরে প্রাণ দিয়ে সেবা করে
এ আতিথ্য চির উপমেয় ॥
সুবিশাল শাখা দিয়া পরিতুষ্ট করে হিয়া
অতিথিরে করিয়ে ব্যজন।
শ্রান্তি-ক্লান্তি তার যাহা নিমেষে ঘুচায় আহা !
মেনে তারে আপন-স্বজন ॥
ফল-ফুল-ছায়া দানে ভালবেসে প্রাণে প্রাণে
নিত্য করে অতিথিসংকার।
তাই আমি ফুলমনে ঢুকিলাম কুঞ্জবনে
নেহারিনু কিবা চমৎকার !!

কুঞ্জবাসী সব এসে মাতাইল হেসে হেসে
সযতনে ব্যজন করিয়া।
অভিনব খাদ্য যত খাইলাম মনোমত
সুবিস্তীর্ণ ছায়ায় বসিয়া॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হ'ল— লভিলাম সুবিমল
শান্তি-সুখ কত অতুলন!
তারপর বহুক্ষণ অভাগার শান্ত মন
চিন্তা-স্রোতে হল নিমগন॥
ভাবনার স্রোতঃ-নীরে ভাসিলাম বহুদূরে
উঠিবারে নাহিক সম্বল।
ভীষণ তরঙ্গময় যত সব ঊর্ম্মিচয়
কে'ড়ে নিল হৃদয়ের বল॥
হেরে মহা বিভীষিকা জীবনের যবনিকা
পড়ে গেল সেই স্রোতঃ জলে।
নিদ্রাদেবী সযতনে তুলে, মোরে ধীর মনে
জড়াইল আপন আঁচলে॥





তারকা

দিবসের শেষে কাহার উদ্দেশে
রূপে ক'রে ধরা আলা,
আকাশ-প্রাঙ্গণে হাস ফুল্লমনে
তোমরা দেবের বালা ?
অপার্থিব সুখে সদা ক'রে বুকে
কেন থাক পরকাশি,
শান্ত-স্নিগ্ধ চিতে এসে এ মহীতে
কেন ঢাল সুধারাশি ?
জগতের ক্রোড়ে সুখ ঘুম-ঘোরে
থাকিলে সমগ্র ধরা,
গভীর আঁধারে খুঁজহ কাহারে
চাহি মিটি বসুন্ধরা ?
না হয়ে অলস ঢাল স্নেহ-রস
সুখদুঃখ পরিহরে,
তোমাদের আঁখি দিয়েছে কি ফাঁকি
ছার নিদ্রা চির তরে ?

নাহি ক'রে দ্বিধা তাই কিগো সদা
তাকাইছ আর্ত্ত পানে,
পাপী দীনহীনে দুঃখী তনুক্ষীণে
চেয়ে চেয়ে আর্দ্র পানে ?
পূত প্রেমভরে বিধাতা তোদেরে
পাঠাইয়ে ধরামাঝে,
বুঝিবা তাঁহার মহিমা অপার
প্রকাশেন কত সাজে !
থাক চির তরে ফুল্ল প্রেম-ভরে
তোমরা দেবের বালা !
হলে ক্ষুব্ধ মন চাহি অনুক্ষণ
ঘুচাব প্রাণের জ্বালা।





মাতৃভূমি সন্দর্শনে
কোন প্রবাসীর হৃদয়াবেগ

এমনো পাষণ্ড কিগো আছে এ মহীতে,—
যেবা কভু নাহি ভাবে স্বদেশেরে চিতে;
যার নাহি গর্ব্ব হয় জন্মভূমি তরে;
নাহি হেরে জন্মভূমি প্রেমার্দ্র অন্তরে;
জন্মভূমি কি যে স্বর্গ যেবা নাহি জানে;
যার প্রাণ নাহি কাঁদে স্বদেশের টানে,
নিবাসিছে সুখে সদা এই মরলোকে,
বিন্দু অশ্রু নাহি ঝরে কভু তার শোকে?
যদি তা' সম্ভব হয়, কি বলিব আর?—
নাহি কেউ ধরা-মাঝে হেন কুলাঙ্গার!
হতে পারে সেই নর উচ্চ কুলোদ্ভব;
হতে পারে আছে তার অতুল বৈভব;
হতে পারে আছে তার বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞান;
হতে পারে আছে তার প্রভূত সম্মান!
তার সম নীচাশয় কোথা পাবে আর,
দুষ্টমতি নরাধম অবনী-মাঝার?

ঐশ্বর্য্য অতুল মান বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞান,
নিমেষেতে ধ্বংশ হবে, লভিলে শ্মশান !
নাহি গাবে কেউ আর তার গুণ-গান,—
উপেক্ষা করিবে সবে তৃণের সমান !
তার তরে না ঝরিবে বিন্দু অশ্রু-নীর,
না হইবে কেউ কভু শোকেতে অধীর।
ঘৃণা লজ্জা অপমান সম্বল তাহার,
ঘোষিবে বিশ্বের সবে অপযশ ছার !

আহা কিবা অপরূপ জন্মভূমি মোর !
যাঁর তরে সদা ঝরে প্রেম-সুধালোর,
প্রবাসের কোলে বসি দুঃখেতে নির্জ্জনে,
ফেলিয়াছি কত অশ্রু কাঁদিয়া সঘনে ;
হইয়াছি আত্মহারা ভেবে অবিরাম,
সুখে দুঃখে স্মরিয়াছি সদা তাঁর নাম।
আহারে বিহারে কিম্বা শয়নে স্বপনে,
হয়েছি পাগল-প্রায় চিন্তে তাঁরে মনে।
তাঁর সেই স্নেহগাথা—স্মৃতি অতীতের,
স্বপ্নসম মনে জাগে, নাহি থাকে ফের !
জনক-জননী-স্নেহ ভ্রাতা-ভগিনীর
সদা মম মনে জাগে ঝরে আঁখি-নীর।

বাল্যসখা-সখীসাথে বকুল তলায়
গাঁথিয়াছি কত মালা বকুলের হায় !
করিয়াছি কত প্রেম সখা-সখী সাথে,
খেলিয়াছি কত খেলা গৃহ-আঙ্গীনাতে।
হইয়াছি পুলকিত প্রাণের মাঝারে,
কোকিলের কুহুতানে ভ্রমর ঝঙ্কারে।
দয়েল পাপিয়া শুক কাকাতুয়া টীয়া,
করেছে উদাস কত এই ক্ষুদ্র হিয়া !
সেফালিকা গন্ধরাজ যুঁই যুতি যাতি,
মোহিত মানস সদা দিয়ে হৃদে ভাতি।
নব জবা-পলাশের হেরে রক্তরাগ,
বাড়িত দীনের হায় কতই সোহাগ !
তর তর নাদে নদী হায় নিরবধি,
শুনায়েছে কত গান নাহিক অবধি !
নলিনীরে হেরিয়াছি সরোবরে কত,
হাসিতে নাথের সনে আহা কত মত !
নিশানাথে কুমুদিনী করিতে রমণ,
মনে পড়ে হেরিয়াছি অতি সুশোভন !
শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা শোভিতে শরতে,
হেরিয়াছি তারে হায় সদা কত মতে !

নাহি মম পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজন,
নাহি মোর সখা-সখী—বাল্য-সাথিগণ।
চলে গেছে একে একে দেবের সদন,
কাঁদাইয়ে অভাগারে!—করে নির্ব্বাসন—
হয়েছে শ্মশান হৃদি নানা শোক-দুঃখে,
তবু' শান্তি লভি আজি জন্মভূমি বুকে!
এমন স্বরগরাজ্য কোথা আছে আর,
ত্রিজগতে শান্তি-ভূমি শোভার আঁধার!



কেন ?

কেন দুরু দুরু পরাণ আজিকে,
হৃদয় মাঝারে নাচিছে ?
কেন ?—কার তরে এ হিয়া আমার
উদ্‌ভ্রান্ত প্রায় ছুটিছে ?
কেন আজি তনু কাঁপিছে সঘনে,—
শিহরিয়া ঘন এ অঙ্গ ?
কেনবা আজিকে এই হিয়া মাঝে,
বহিছে প্রেমের তরঙ্গ ?
কেনগো প্রকৃতি নাচিতেছে আজি
মনের উল্লাসে হাসিয়া ?
কেন সমীরণ ধাইছে হরিষে,
গাহিছে দয়েল-পাপিয়া ?
কেন স্রোতঃস্বিনী মাতোয়ারা হয়ে
সাগরে চুমিছে সঘনে ?
কেন বিরহিনী ফুল্লচিতে আজি
ভাবিছে প্রাণেশে যতনে ?

কেন শিশু ওই দোলনার মাঝে,
আধ ঘুম-ঘোরে হাসিছে ?
কেন ?—কার তরে উৎফুল্ল অন্তরে,
হরিষে এধরা ভাসিছে ?
কেন আজি যত রাখাল বালক
ফিরিতেছে গৃহে আনন্দে ?
কেন আজি সবে মিলি কুতূহলে
গাহিছে মনেরই ছন্দে ?
বুঝি আজি মিলনের তানে,
হয়েছে সবে আত্মহারা ;
যেন তাই সবে মিলি এ উৎসবে,
ভাসায় "অর্ঘ্যে" বসুন্ধরা !



ভুলেগেছি সব

ভুলেগেছি আজি সব শৈশবেরই কথা,
ভুলেগেছি আজি সেই জননীর গাথা,
ভুলেগেছি আজি তাঁর মধুর চুম্বন,
ভুলেগেছি আজি সব,—ভুলেছি স্বজন।
ভুলেগেছি শৈশবের যত সাথিগণে,
ভুলেগেছি বাল্যক্রীড়া সখাদের সনে,
ভুলেগেছি মালাগাথা বকুলের তলে,
ভুলেগেছি পরাইতে আপনার গলে।
ভুলেগেছি সরলতা হাসি সুমধুর,
ভুলেগেছি সুখশান্তি,—সব গেছে দূর।
ভুলেছি যৌবন-মোহে নশ্বর সংসারে,
ভুলেছি মাৎসর্য্য-সুখে সেই দেবতারে।
ভুলিয়া রয়েছি সদা কামিনী-কাঞ্চনে
ভুলিয়া রয়েছি মোহ-সুখ-প্রলোভনে!
এ হেন দুর্দ্দিনে কিগো স্বরাবেনা মোরে?—
স্নেহ করে কেউ কিগো লইবেনা ক্রোড়ে?



শরতে—

মলিনা বিনতা কালিমামাখা—
বরষা-দেবীর বিষণ্ণ মুখ।
ফুল্ল আজিকে শারদ আভায়
বিগত বিষাদ-দুঃখ-শোক॥
চোখের ধারা শুখিয়ে গেছে,—
পড়িছে গলে' হাসির ধার।
ঝটিকা-নিশ্বাস বহেনাকো আর
চিত্ত-বিকার ঘটেনা আর॥
যৌবন মদ-মত্ত তটিনীর
উত্তাল উন্নত তরঙ্গ ভীম।
উতলা করেনা নৌ আরোহীরে
এবে সে শান্ত উর্ম্মিহীন॥
কাতর কণ্ঠে চাতক ডাকেনা
কণ্ঠ তার শুধায় না আর।
কোমল কমল শুভ্র কান্তি
জুড়ায় তপ্ত হৃদয়-ভার॥
মধুপপুঞ্জ কুঞ্জ পূরিয়া
গুঞ্জরি করে অমিয় পান।

চিত্ত-চকোর শুনিয়া আকুল
মিষ্ট মধুর মাতাল গান ॥
দিগন্ত পূরিয়া কাঁপায়ে মেদিনী
বাজিছে আজি বিজয় ঢাক।
বালকবৃন্দ নাচিছে গাহিছে
বাজায়ে মৃদঙ্গ-ঘণ্টা-শাঁক ॥
বিরহ-বিধুরা মিলন-আশে,
বাঁধিছে বিকল দগ্ধ প্রাণ।
উচ্ছ্বাসে উন্নত বক্ষ চাপিয়া
আনন্দ-অশ্রু করিছে দান ॥
অর্ঘ্য রচিছে সেবকবৃন্দ
দীর্ঘ বরষের রচিত ফুল।
আসিবেগো আজি জগত-জননী
দীনের ঘরে তুষিতে ছেলে ॥

—চরণ—

আয়! ওরে আয়!! মায়ের ছেলে
মায়ের চরণ পূজিবি কে?
মায়ের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আজি
অমূল্য রতন লুটিয়ে নে ॥

মায়ের চরণ পরম রতন
ধূলি কণা ঐ পরশমণি,
মায়ের চরণ সাধনারি ধন
স্বরগ হতেও শ্রেষ্ঠ গণি ॥
ছেলের তরে জননী মোদের
খুলেছে আজি ভাণ্ডার তার।
এমন সময় পাবে না কখন
বহিয়ে গেলে, মিলে না আর ॥
আয়! ওরে আয়!! কে আছ কোথায়
পূজার ডালি বহিয়া আয়!
চারিদিকে শুন পড়িয়াছে সাড়া
বুঝিবা বেলা বহিয়া যায় ॥
চরণ-তলে স্মরণ নিতেছি
তোমারই অনাথ সন্তানগণ!
দাও, মা! চরণ ধন্য হোক আজি
দীন-হীনদের ক্ষণিক জীবন ॥

—পূজা—

বড় আশা মাতঃ! পূজিতে চরণ
কিন্তু মোদের শকতি কই?



বিনে অশ্রুধার কি আছে মোদের ?

কিবা দিব সেই অশ্রুবই ?

হৃদয়-উদ্যানে ফুটেনা কুসুম,

ভক্তি সিক্ত হায় নহেকো সে !

একাগ্রতা-বায় বহে না সেথায়

সুবাস সেথায় পায় না যে ॥

জ্ঞানের প্রদীপ মানস-মন্দিরে

জ্বলে না চিত্ত করিয়া আলা ।

বাসনা-মেঘেতে আবৃত আকাশ

প্রেমের রশ্মি নাশে না কালা ॥

তেয়াগ যজ্ঞের অগ্নি শিখা কভু

জ্বলেনাকো হায় হোমকুণ্ডে !

মত্ত মাতঙ্গ -কাম-ক্রোধ-মোহ

নাশিতেছে সবে ভীমশুণ্ডে ॥

অঞ্জলি পূরিয়া গলিত অশ্রু

দিলেম চরণে দশভুজা !

পূজা-উপচার নাহি কিছু আর

এতে কি তব হয় না পূজা ?



বিসর্জ্জন

নবমীর নিশাশেষে, সুখ-শান্তি সব নেশে,
নিবে গেল মায়ের আলোক।
ধরণী কাঁদিছে হায়! মাতৃশোকে প্রাণ যায়,
ছট ফট করে যত লোক।

মলিনা দশমী-ঊষা, পরিত্যজি নিজ ভূষা,
কাঁদে মুখ লুকায়ে অম্বরে।
কাঁদিতেছে দিকবধূ, কাঁদিতেছে কুলবধূ
কাঁদে আজি সবে সমস্বরে॥

বিনিদ্র বিহগগণ, শোকে বিষাদিত মন,
নাহি ছাড়ে আপনার নীড়ে।
মৌণ-ক্লিশ চাষীদল, হইয়ে শোকে বিহ্বল,
কেশ ছিঁড়ে,—দেয় ধূলা শিরে॥

গুণ গুণ স্বরে আর নাহি করে ঝঙ্কার,
ফুল্ল অলি মধু আহরণে।
নীরবে বসিয়ে তা'রা হয়ে শোকে আত্মহারা,
কাঁদিতেছে আপনারি মনে॥

মৃদু মন্দ সমীরণ নাহি বহে অনুক্ষণ
কুসুম-সুবাস লয়ে সনে।
শন শন শন স্বরে লতাপাতা জড় করে,
কাঁদিতেছে,—আজি ক্ষুব্ধ মনে ॥

তরুরাজি শস্য সব বিষাদিত অভিনব,
মাতৃশোকে,—বিজয়া দিবসে।
নাহি দোলে সমীরণে কাঁদিছে নীরব মনে
জড় সব দৈব বিধি বশে ॥

শেফালিকা পুষ্পদল কেঁদে শোকে অবিরল
নীরবেতে পড়িতেছে ঝরে।
চামেলী অপরাজিতা, হয়ে অতি মর্ম্মাহতা,
তিতিতেছে প্রেম-অশ্রুনীরে ॥

বৎস-সাথে ধেনুগণ নাহি করে অন্বেষণ,
আপন-আহার আজি মাঠে।
যুবতী কলসী কাঁখে মাতৃনাম ঘন হাঁকে,
দাঁড়াইয়ে পুকুরের ঘাটে ॥

মন্দস্রোতা স্রোতঃস্বতী এবে বহে খরগতি,
নাহি তার কল কল তান।
দুঃখের বারতা লয়ে সাগরের পানে বয়ে,
খুলিতেছে আপনার প্রাণ॥

বালবৃদ্ধ যুবাগণ হয়ে বিষাদিত মন
মাতৃশোকে কাঁদিছে সঘনে।
নাহি কারো মুখে হাসি, ঝরিতেছে অশ্রুরাশি,
নীরবেতে আপন-সদনে॥

মাতৃ পূজা হবে বলে এসেছিল কুতূহলে,
যত সব প্রবাসী মানব।
আজি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, লুটাইয়ে ধরাতলে,
মাঝে মাঝে ছাড়ে হা হা রব॥

শঙ্খনাদে পুরোহিত হয়ে বিষাদিত চিত্ত
জানাইছে শোকের বারতা।
ঢোল কাঁশি শঙ্খচুর সুতান করিয়ে দূর.
বাজিতেছে হয়ে মর্ম্মাহতা॥

দেবীরে লইয়ে কাঁধে, পুর জন ওই কাঁদে
ধীরে চলে বিসর্জ্জন ঘাটে।
বাল-বৃদ্ধ নর নারী দেখিবারে তাড়াতাড়ি
যায় ধেয়ে পথে,—শূন্য মাঠে॥

দেখিয়ে অনন্ত মূর্ত্তি মনে কিছু পায় স্ফূর্ত্তি,
শান্ত সৌম্য সে মাধুরী হেরে।
ছল ছল ত্রিনয়ন, দুঃখে ম্লান সে বদন
লয় প্রাণ সবাকার কেড়ে॥

ভারত শ্মশান দেখে, বিষাদ-কালিমা মেখে
যায় চলে দেবী দশভুজা।
বিরাজিছে দৈন্য দুঃখ কারো মনে নাহি সুখ,
নাহি হল ভালমতে পূজা!!



বিজয়ার সমস্যা

মাকে ডাক্‌বো "মা" "Mamma" কি "Mother"
বাপ্‌কে "Papa" "বাবা" কি "Father"—
'These things I can not solve' ;—
বিজয়ার সমস্যায় 'Distressed' হয়েছে 'Mind,'
'How to greet them' না পারি করিতে 'Find'.

'Aged' গণের নেবো কি ধূলি,
না,—অম্‌নি করবো কোলাকুলি,—
'These things I can not solve' ;—
বিজয়ার সমস্যায় 'Distressed' হয়েছে 'Mind'
'How to greet them' না পারি করিতে 'Find'.

ভ্রাতা, ভগ্নী, 'Friends' গণে
কিরূপে করিব 'Greetings' যতনে—
'These things I can not solve' ;—
বিজয়ার সমস্যায় 'Distressed' হয়েছে 'Mind'
'How to greet them' না পারি করিতে 'Find'.

'Kiss' কি 'Hand-shaking' করিব প্রিয়ারে,
অথবা সাজাব প্রেম-ফুলহারে,—
'These things I can not solve' ;—
বিজয়ার সমস্যায় 'Distressed' হয়েছে 'Mind'
'How to greet them' না পারি করিতে 'Find'.

"Old Fools" এর 'Customs' ধরি,
'Or New Learnings' অনুসরি—
'These things I can not solve' ;—
বিজয়ার সমস্যায় 'Distressed' হয়েছে 'Mind'
'How to greet them' না পারি করিতে 'Find.'



ভুলিল সে আজি

[চট্টলের অন্যতম সুসন্তান মদীয় বাল্য সুহৃদ, পরম প্রীতি ভাজন সহোদর প্রতিম স্বর্গীয় ৺ধীরেন্দ্রলাল কানুনগোয়, বি, এস্ সি মহোদয়ের অকালমৃত্যু-শোক স্মৃতিতে লিখিত।]

কেন আজি মন মম এত উচাটন ?
কেন আজি দহিতেছে এ পোড়া জীবন ?
বিষ মাখা জ্ঞান হয় এ মহীমণ্ডল,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে বাজিছে কেবল !
মরমের কোণে কোণে বাজিছে সঘনে,
অকাল বিদায় তার জেগে উঠে মনে
হৃদয় আজিকে বুঝি হয়েছে শ্মশান
তাই বুঝি থেকে থেকে জ্বলে উঠে প্রাণ
দুইজনা ছিনু সদা দোসরের প্রায়,
দহে নাই এ জীবনে বিচ্ছের ঘায় !
উভয়ের ছিল সদা একটী অন্তর ;
আজি কেন হইয়াছে অন্তরে অন্তর !



কোন দেশে কবে বুঝি গিয়াছে চলিয়া
অভাগার কথা সব নিমেষে ভুলিয়া ;
নিঠুর হয়েছে বুঝি গিয়ে সেই স্থান, --
ভুলেছে সে' হেতু বুঝি হইয়ে পাষাণ !
হাস হাস মুখখানি বিনম্র লোচন,
স্মরিলে এখনো দহে এই পোড়া মন,
নিশিদিন যাপিতাম চিন্তিয়া যে আঁখি,
মুদেছে সে আঁখি আজি দিয়ে মোরে ফাঁকি।
সদা আমি কেঁদে কেঁদে হইতেছি সারা
নিঠুরের তরে হায় বৃথা কেঁদে মরা।

ফুরালো আমার আজি—সকলি মিটিল,
সব খেদ সব আশা ক্ষণেতে ডুবিল ;
বুঝেছিগো আজি সব বুঝেছি এখন,
চলেগেছে সেই 'ধন' দেবেরি সদন,—
নরের আরাধ্য ভূমি বৈকুণ্ঠ ভবন
বহে যথা চির-স্নিগ্ধ মলয় পবন !

সেই দেশে গেলে কেউ ফিরে নাহি আসে,
চিরদিন বাসে সুখে দেবেরি সকাশে ;

শোক দুঃখ ঈর্ষা ঘৃণা কভু সেথা নাই, —
সাম্য-ভাব সৈম্য মূর্ত্তি বিরাজে সদাই
পাছে গিয়ে ভুলে থাকা জগত স্বভাব,
তাই বুঝি পাশরিছে লভে সাম্য ভাব !



অন্তিমের পথিক

কে তুমি হে উদাসীন ! উদাসীর বেশে আজি
বধির উদাস প্রাণে যেতেছ সংসার ত্যজি ;
সংসারের সুখ দুঃখ বিষয়-বাসনা যত
উপেক্ষিয়া অকাতরে মহানিদ্রা-ধ্যানে রত ?
সুকোমল শয্যোপরে শয়ন করিয়া তুমি,
লভিয়াছ কত সুখ সাদরে প্রিয়ারে চুমি ।
কঠিন মৃত্তিকাভূমে আজি হেরি শয্যা তব ;
এ কেমন ভাব আজি ?—দেখি কিবা অভিনব !
মশক-দংশন ভয়ে হয়েছ অধীর কত,
বন্ধন-দাহনে এবে নাহি ডরে তব চিত !
ভুলিয়ে পরম তত্ত্ব অর্থ-সংগ্রহণ আশে,
ধাইত তোমার মন,—মত্ত ছিলে তদুল্লাসে ।
মাথা ঘামাইতে সদা অর্থ-তরে ভেবে ভেবে
চলিছ কোথায় আজি পরিত্যজি তাহা সবে ?
যাহাদের প্রেমে তুমি ছিলে মুগ্ধ অনুক্ষণ,
ক্ষণ-বিচ্ছেদের ঘায় হতে কত জ্বালাতন !
ভীষণ নিষ্ঠুর প্রাণে ছাড়িয়া তাদেরে আজি,
যাচ্ছ তুমি, কোন রাজ্যে ঘোর উদাসীন সাজি ?

বকেছ প্রভুত্বে কত, সদা দাস দাসীগণে
নির্ব্বাক হইয়ে তুমি, আজি রয়েছ কেমনে ?
সুচিক্কণ বেশ ভূষা করিতেগো পরিধান
সুগন্ধির সমভারে মোহিতে সবার প্রাণ।
সভ্যতার অসভ্যতা চিনিলে কি আজ তুমি,
আলিঙ্গন করে এই কঠোর মৃত্তিকা-ভূমি ?
বিলাসিতা পরিহরি, দিগম্বর-বেশে আজি,
কোথায় চলিছ তুমি কাঙ্গাল ভিখারী সাজি ?
হিংসা দ্বেষ অভিমান, নিমেষে ভুলিয়ে সব,
সাম্যমন্ত্রে সৈম্যতন্ত্রে নিযে দীক্ষা অভিনব,
স্বজনের আর্ত্তনাদ—ভীষণ ক্রন্দন-ধ্বনি,
উপেক্ষিয়া আজি তুমি যেতেছ কোথায় মানি ?
চিনিলে কি আজি এই নশ্বর সংসারে যোগি ?
তাই কিগো চলিয়াছ যত সব পরিত্যাগি ?
কিবা অপরূপ সুখে আজি, এ মহানিদ্রায়
নিদ্রিতেছ মহাযোগি, নাহিক তুলনা তায় !
অন্তিমে নির্ব্বাক ভাষে, উপদেশ দিচ্ছ সবে
—"অলিক স্বপন সম সুখ দুঃখ এই ভবে ;
প্রাণবায়ু হলে লীন ধূলা-শয্যা হবে সার,
নাহি কোন সুখ ইথে ভজ 'সেই সারাৎসার' !

হ'লনা আমার

(গান)

ঠেকে দেখে তবু প্রভু হ'লনা আমার,
এ হেন জনম তাই হ'ল ছাড়খার !
ক্ষণে ভাবি জানি সব, ক্ষণে চিন্তি অভিনব,
ক্ষণেকে ঝরিতে থাকে ক্ষীণ অশ্রুধার ॥
কুপথ ছাড়িব বলে বদ্ধপরিকর হলে,
পর ক্ষণে যাই ভুলে চরণ তোমার।
বাসনার খরস্রোতে মোহের তরঙ্গাঘাতে,
নিমেষে অধীর হই,—করি হাহাকার !!
অভিনব ভাবে লভি আশার মোহন ছবি,—
মরীচিকা সম করে সৌন্দর্য্য বিস্তার।
কি হবে উপায় এবে এ ভ্রম ভাঙ্গিবে কবে
তোমার পবিত্র করে হায় অভাগার ?
কবে সব হবে মাটী, তুমিই রহিবে খাঁটী,—
সর্ব্বস্ব হইবে কবে তুমি গো ! আমার !



তেজারতি

(গান)

ভবে আমি করি তেজারতি,—
তেজারতি বেব্‌সা আমার
খাটি' আছে দিবারাতি।
পুণ্য-রত্ন মূলধন আমার,
হৃদয় সিঁধুকে রাখি;
খাতক এসে টাকা খুঁজ্‌লে,
সিঁধুক খুলে দিয়ে থাকি।
রিপুকুল খাতক সেজে,
পুণ্য-রত্ন নেয় ধার;
দিয়ে থাকে সদাই মোরে,
পাপরূপে সুদের হার।
মূলধন আর হয়না উসুল,
সুদ দিয়ে সে সময় কাটে;
সুদের ছলে নিচ্ছে সদাই,
পুণ্য-রত্ন আমার লুটে।



একা শুধু

(গান)

ভবের হাটে এসেছিনু,
হৃদি-ভাণ্ড লয়ে সাথে।
পয়সা ছিল গণ্ডা কতক,
তারি হিসাব নাহি চিতে॥
কিনেছি যা' মনে ধরে,
ভবেরি আপণ হতে।
যাবার সময় ভেবে দেখি,
আসল দ্রব্য নাহি সাথে॥
নকলে পূরেছি ঝুড়ি,
বোঝা বড় লাগে মাথে।
পাপের ভারে ভারি বোঝা,
হবে কষ্ট বড় পথে॥
সকলে গিয়েছে চলে
হালকা বোঝা নিয়ে সাথে।
আমি আছি একা শুধু,—
দাঁড়াইয়া শূন্য পথে!!



আয় অশ্রু ! আয় !! আয় !!!

জোছনার মত　　　　শুভ্র স্বচ্ছ পূত
আয় অশ্রু ! আয় !! আয় !!
শোকের পীড়নে　　　　অসহ্য তাড়নে
তুই (মোর) একান্ত সহায় ॥
দুটী আঁখি ভরি　　　　আয় অশ্রুবারি
রাখিব যতনে তোরে ।
হয়োনাকো লীন　　　　দীনে চিরদিন
ভাসাও নয়ন-লোরে ॥
কোন সাধ নাই　　　　শুধু তোরে চাই
দুঃখ অকূল পাথারে ।
কভু না ছাড়িব　　　　যতনে ধরিব
নিরাশ-ঊর্ম্মি-মাঝারে ॥
হৃদয়ের আশা　　　　প্রাণের পিয়াসা
সবে দীনে ছেড়ে গেছে ।
তাই দিবানিশি　　　　তোরে ভালবাসি
ওরে অশ্রু ! আয় কাছে ॥
চিরদিন তরে　　　　বিসর্জ্জন করে
বাসনা কামনা সব ।

তোরে অশ্রুধার ! করেছি সেতার
জীবন-সম্বল নব ॥
যায় যাবে যাক সবি চলে যাক
কিছু নাহি চাহি আর।
শুদ্ধ শুভ্র ধার তুমিই আমার
—তোমা বিনে সবি ছার !!
দুঃখের ওষধি দরিদ্রের নিধি
হে মহান অশ্রুধার !
মুকুতার সম শোভ অনুপম
রচিয়ে মোহন হার ॥
প্রেমিক সুজন করিলে মন্থন
প্রেমের বিশাল সিন্ধু।
সুধারূপে তার শোভে কি বাহার
দুনয়নে অশ্রু-বিন্দু !!
ভাবুক সতত ভাবে ডুবে শত
আপনাতে হ'লে হারা।
তুমি গো উল্লাসে নয়নের পাশে
দেখা দাও অশ্রুধারা !!
দুঃখেতে ডুবিয়া শোকেতে মজিয়া
মরিছে যে জন ভবে।

কে আছে তাহার তুমি বিনে আর ?—
অশ্রুমোর ! বল এবে ॥
বড় ব্যথা মনে পাইনু জীবনে
কোথা আর শান্তি পাই ?
এ পোড়া পরাণ হয়েছে শ্মশান
চিতা ভস্ম চিহ্ন তাই ॥
দুঃখ-শোক বাণ হানিতেছে প্রাণ,—
বিদ্ধ করে দিবানিশি ॥
স্নেহ ভাসা পূত প্রেম আশা
গিয়াছে কোথায় ভাসি ॥
তাই বলি' মোর ওহে আঁখি-লোর !
নাহি গতি তোমা বই ।
ছাড়িও না মোরে, ফেলিও না দূরে
শুন, বন্ধো ! ডেকে কই ॥
ভাসি' তব সাথে তরঙ্গের ঘাতে
যেতে সেথা অভিলাষ ।
শান্তির আলয়ে ওই দয়াময়ে
নেহারি' পূর্ণিব আশ ॥



জননী

(গান)

আমি অধম সন্তান বলেগো ঃ জননি !
(কভু) অনাদর মোরে করনি।
দিয়েছ স্তন্য, দিয়েছ খাদ্য,
কত ক্ষীর সর নবনী ॥
চুমেছ সদাই বুকে করে সুখে,
(কভু) দূর করে মোরে দাওনি।
হলে অভাগার রোগের সঞ্চার,
দূরে সরে কভু যাওনি ॥
না খেয়ে না দেয়ে খাটিয়াছ কত,
(কভু) প্রতিদান কিছু চাওনি।
তারি প্রতিদান দিবার আশায়,
ডাকিগো দিবস-যামিনী ॥
অসম্ভব আহা শোধিবারে ঋণ,
হে দেবি করুণা-রূপিণী !
তপ্ত-অশ্রু-অর্ঘ্য নেও অভাগার,— !
আর কিছু নাহি জননি !

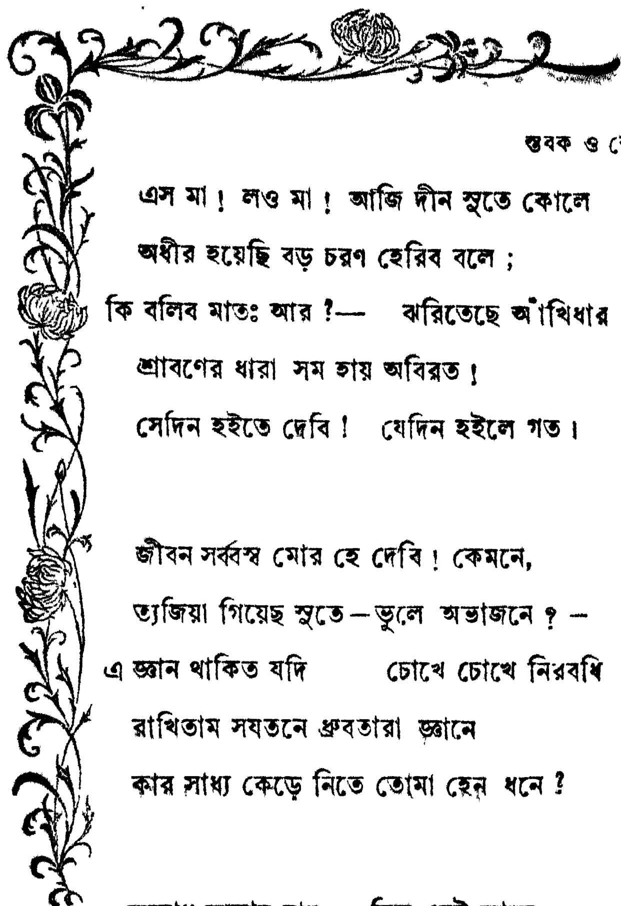


জননী

গিয়েছ কোথা তুমি স্নেহময়ি মোর ?
ভাসাইয়ে অভাগারে ছিঁড়ে স্নেহ-ডোর ?
হ'লনা-তিলেক দয়া— কাটাতে সন্তান মায়া ?
অভাগা সন্তান বুকে জ্বালায়ে অনল
কোন দোষে ত্যজিলে মা ! করিয়ে বিকল ?

গিয়েছ কোথায় করে' ধরণী আঁধার
ভুলেছ কি ভালবাসা এই অভাগার ?
সুখশান্তি কেড়ে নিয়ে কোথা আছ পলাইয়ে
কেন মাতঃ ! ছেড়ে গেলে অভাগা সন্তানে ?
সুতীক্ষ্ণ বিচ্ছেদ অসি হানি ক্ষুদ্র প্রাণে ?

হে দেবি দীনের ধন ! স্বরগ রতন !
একবার দেখা দাও জুড়াই জীবন ;—
বাছা ! বাছা !! বলে সুখে চুমু কেটে নিয়ে বুকে
ত্বরাও অভাগা সুতে এ মর জগতে
লভি যেন সুখশান্তি পুনঃ তোমা হতে ॥



এস মা! লও মা! আজি দীন সুতে কোলে
অধীর হয়েছি বড় চরণ হেরিব বলে;
কি বলিব মাতঃ আর?— ঝরিতেছে আঁখিধার
শ্রাবণের ধারা সম হায় অবিরত!
সেদিন হইতে দেবি! যেদিন হইলে গত।

জীবন সর্ব্বস্ব মোর হে দেবি! কেমনে,
ত্যজিয়া গিয়েছ সুতে—ভুলে অভাজনে?—
এ জ্ঞান থাকিত যদি চোখে চোখে নিরবধি
রাখিতাম সযতনে ধ্রুবতারা জ্ঞানে
কার সাধ্য কেড়ে নিতে তোমা হেন ধনে?

অবোধ অজ্ঞান হায়! ছিনু সেই কালে,
বুঝিনাই সুখদুঃখ কি ঘটিছে ভালে;
না লঙ্ঘিতে তিন মাস দীন-গলে দিয়ে ফাঁস
মারিয়াছ অভাগারে জীবনের তরে,
অপমৃত্যু-ভয় কভু জাগেনি অন্তরে।

পাড়ার ছেলের সাথে খেলিতে খেলিতে
মাতৃভালবাসা হেরি তব স্মৃতি জাগে চিতে ;
ছুটিয়া পাগল-প্রায় শুধাইলে পিসিমায়
চুমিয়া স্নেহের ভরে লইতেন কোলে টানি,—
কি ঘটিত তার পর, তাহা মাতঃ নাহি জানি !

কভু তাঁর কোলে বসি তাঁহার চিবুক ধরে,
জিজ্ঞাসা করেছি কত আধ আধ আধ স্বরে,—
"পিসিমা ! বলনা মোরে মা কোঠায় গেছে ছেড়ে
হামারে ডিডিরে আর ডাডাগণে ভুলে ;
মোডেরে নেয়নি কেন যেটে কোলে টুলে ?

"ও পাড়ার সাডুর মা' যাডুর মা যেটে
কোলে কোলে নিয়ে ডায় টাডেরে বেড়াটে
মা বুঝি বেড়াটে গেঠে কোলে কবে নিবে এঠে
সাডু যাডু বেড়া' সডা কোলে চড়ে মার,
আমি কি পিসিমা ! বেড়াটে পারিনা আর ?

"পিসিমা ! মা কোথায় চলেগেছে কি হয়েছে তার ?
কবে সে ফিরিবে হেথা,— আসিবে আবার ?
যদি রাগ করে থাকে   ধরিয়া আনিব তাকে
বেড়াবো পাড়ায় সুখে চড়ে সদা কোলে তার
এবার আসিলে তাকে ছাড়িব না আর ।

"পিসিমা কওনা কথা বলনা আমায়
মা আমায় ফেলে দূরে গিয়েসে কোথায় ?
সে যখন যায় দূরে   তুমি কি ছিলেনা ঘরে
সিলে যদি কেন তারে যেতে দিলে হায় !
এখন কোথায় খুঁজে আনিব তাহায় ?

'পিসিমা ! তুমিত বলিয়া ছিলে বিধি দয়াময়,
বিধিত করে না দয়া পাঠায় না মায় ?
মাকে পাঠাইবে কবে ?—যাইব কি আমি তবে ?
পথ দেখাইয়ে তুমি দাও আজি মোরে,
আনিব তাহারে আমি সাথে সাথে ধরে' ।"

—সরল বিশ্বাস হায়! শিশু অভাগার
ভেবেছিনু তাই টেনে আনিব আবার
জ্ঞানহীন বুঝি নাই ক্ষণতরে ভাবি নাই,—
ভুলিয়ে এ ছার মায়া ওই দেব-লোকে
নিরুদ্বেগে যাপিতেছ দিন সদা সুখে।

অসহ্য ক্রন্দনজ্বালা সহিতে না পেরে
তাই বুঝি মাতঃ! তুমি গেছ মোরে ছেড়ে?
হেথা হতে বহুদূরে সেই রাজ্যে সুরপুরে
যেথা কভু না পশিবে ধ্বনি অভাগার,
সহিতে হবে না যেথা রোগশোক আর॥

থাক মাতঃ! চিরসুখে থাক সদা সেথা,
কিবা ক্ষতি?—তুচ্ছ হৃদি ফেটে যাক হেথা;
অভাগার তরে হায়! পুড়িয়াছ যাতনায়
দিই নাই সুখ তোমা পলকের তরে,
কিবা অধিকার তাই ডাকি বুকভরে?

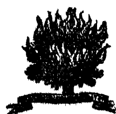
থাক মাতঃ ! চিরসুখে থাক সদা সেথা
তব স্মৃতি বুকে করে ঘুরিবগো হেথা
পাগলের প্রায় ঘুরে হইবগো ভব-ঘুরে
স্মৃতিখানি হেরি সদা মানস-দর্পণে—
রাখিয়ে 'জীবন ধন' অতি সঙ্গোপনে !



অন্তিমে

(গান)

হে মাতঃ! পদ-প্রান্তে রেখো অধমে।
আঁখিনীরে ভেসে ভেসে যাব চুমে ॥
—সংসার-লহর যবে,
উঠিবেক ভীম রবে,
তোমারি চরণ-গুণে যাবে থেমে ॥
শোক-দুঃখ-উর্ম্মিঘাতে,
হইলে বিকার চিতে,
দয়া করে দিও মাতঃ! তাহা দমে ॥
বিষয়-বাসনা কেন,
যদি করে পুণ্য লীন,
নিজ-গুণে ক্ষমা করে নিও অন্তিমে।
হে মাতঃ পদপ্রান্তে রেখো অধমে ॥



ক্ষমা

(গান)

এ পাপ পরাণ ডাকেনি তোমারে,
দয়া করে তুমি ডেকেছ।
হৃদয় আমারি মরুভূমি—তবু'
চরণ দুখানি দিয়েছ॥
ঘৃণা অবহেলা করেছি তোমায়,
তবু'—তুমি কোলে নিয়েছ।
তোমারি কার্য্য সাধি নাই কভু,
তবু'—তুমি মোরে চেয়েছ॥
তোমারি ঈঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া
কত পাপকার্য্য করেছি।
পাপ-প্রলোভনে তোমায় ভুলিয়ে,
পাপে ডুবে সদা রয়েছি॥
আপনারি গুণে তরাইছ দাসে,
কি আর প্রভো! বলিব তোমা?
রেখে ওচরণে সদা অভাগারে,—
করো দয়াময় ক্ষমা!!



নিরঞ্জন

অব্যক্ত মধুর কোমল কণ্ঠে
কে মোরে শুনাও তান ?
চঞ্চল অধীর হইতেছ কেবা
জুড়াতে এ তপ্ত প্রাণ ?

আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে
কে তুমি রহিছ কাছে ?
হয়েছি আকুল জানিতে তোমারে
দুরু দুরু প্রাণ নাচে ॥

থাকহ কে তুমি আমি যেথা যাই
গোপনে মরম-কোণে ?
দূরেতে সরিয়ে যাইগো যখনি
কে তুমি আনগো টেনে ?

ভাবিগো সদাই নাহি কেউ কাছে
আমি আছি একা শুধু ।
কেবা তুমি সখা ! থেকে ছায়া সম
ঢাল সুধা—প্রেম-মধু ॥

আকুল পরাণে   এ বিশ্ব ত্যজিতে
বাসনা করিলে কভু।
কেবা তুমি মোরে   প্রবোধ বচনে
বিরত করহ প্রভু ?

আশার মূরতি   পবিত্র উজ্জ্বল
ধর মোর কাছে কেবা ?
ব্যাধি শোক দুঃখ   নিমেষে নাশিয়ে
কে মোরে করিছ সেবা ?

চিনেছি তোমায়   বুঝেছি এখন
তুমি মোর প্রিয়জন।
তোষিছ দানেরে   প্রতিদান ভুলে
—সখা মম 'নিরঞ্জন' !!



তোমায় ছাড়িয়ে

তোমায় ছাড়িয়ে প্রভো !
পেয়েছি অনেক ব্যথা।
সকলি হেরেছ তুমি
গাঁথিয়ে করম গাথা ॥
অশ্রু-জলে ভেসে ভেসে
বিষাদে কেটেছি দিন।
শোকে দুঃখে পড়ে হায় !
পরাণ হয়েছে ক্ষীণ ॥
অনুতাপ-দাবানলে
এ হৃদি করেছে ছাই।
এবে প্রভো ! বুঝিলাম—
তোমা বিনে গতি নাই ॥
দিয়েছিলে—'আশীর্ব্বাদ'
করেছি সম্ভোগ কত।
হাতে 'স্বর্গ' দিয়েছিলে
করে যত্ন নানামত ॥

উপেক্ষিয়ে মোহে হায় !
ফেলেছিনু সবি দূরে ।
সংশয় নিরাশ মোরে
করেছিল ভবঘুরে ॥
আবার দিয়েছ যদি
কৃপা-হস্ত প্রসারিয়ে ।
নিয়োনাকো পিতঃ ! আর
দীন সুতে ফাঁকী দিয়ে ॥
ফেলিওনা মোহে কভু
এই দাসে—অভাজনে ।
বঞ্চিতে অধম সুতে—
দীন সেবক "রঞ্জনে" ॥



বিহ্বলতা

কখনো তোমারে জানিনি দেবতা !
বুঝি নাই তব প্রেম।
মজিয়া রয়েছি তোমায় ভুলিয়ে,—
নিয়ে তুচ্ছ মুক্তা হেম ॥
সমুজ্জ্বল প্রভা নেহারি কভুও
হৃদয়ে লাগেনি প্রীতি।
পুণ্য-প্রতিভা উজ্জ্বল ছটায়
দেখিনি স্বরূপ জ্যোতিঃ ॥
পরম স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম রূপে
হেরিতে তোমারে প্রভু !
জাগেনি পরাণে ব্যাকুলতা হায় !—
ডাকিনি তোমারে কভু ॥
তবু' মর্ম্মস্থলে অলক্ষ্যে উথলে
পূত স্পন্দন তব।
হৃদয়-সেতার উচ্ছ্বসে ধীরে,—
বেজে উঠে অভিনব ॥



কি যেন কেমন অচেনা সুতানে
পরাণ কাড়িয়া লয়।
ঊর্দ্ধ অধঃ হেরি সতৃষ্ণ নয়নে
তবু হৃদি স্থির নয়॥
এই বিহ্বলতা ভাঙ্গিওনা স্বামি!
তোমাতে আবেশে মজি।
ভাঙ্গিব আমার মোহের স্বপন
নিশিদিন তোমা ভজি!!





অন্বেষণ

পরাণ-মাঝারে অতৃপ্ত বাসনা
রহিয়াছে সঙ্গোপন।
দিশাহারা হৃদে উৎসুক পরাণে
করি তাই অন্বেষণ ॥

প্রেম-প্রীতি-স্নেহ আকুল পিয়াসা
রেখেছি বাঞ্ছিত-তরে।
সাজায়ে সতত অতি সযতনে
হৃদয়ের স্তরে স্তরে ॥

মর্ম্ম-পট জুড়ে তাহারি সে ছবি
থাকিলেও সদা আঁকা।
অসংযত চিত্ত— মানস মলিন
তাইগো মিলেনা দেখা ॥

চপলার মত ক্ষণ দীপ্তি দিয়ে
অনন্তে মিশিয়ে যায়।
ভীষণ আঁধারে ক্ষীণ জ্যোতিঃ তাঁর
ঝলকে নয়ন হায় !!

দ্বিগুণ আবেশে কেঁপে উঠে প্রাণ
দুরু দুরু করে হিয়া।
চির-আকাঙ্ক্ষিত! কোথা তুমি মোর?—
ঢাল শান্তি,—দেখা দিয়া॥

রাখিয়াছি শূন্য হৃদি-সিংহাসন
তোমারে লইতে বরি'।
এস গো সুখদ! মানস-মোহন!
অন্তর-কালিমা হরি'॥



তোমারই তরে

এ জীবন শুধু প্রভো ! তোমারই তরে—
অনন্ত জীবনে মোর তমসা হেরিলে ঘোর
তুমিই চালাও মোরে লক্ষ্যপথ ধরে ;
এজীবন শুধু প্রভো তোমারই তরে !

এ জীবন শুধু প্রভো ! তোমারই তরে—
চাহিয়ে তোমার পানে যে ফুল ফুটিবে প্রাণে
রাখিও তাহারে সদাই অমর করে ;
এ জীবন শুধু প্রভো তোমারই তরে !

এ জীবন শুধু প্রভো ! তোমারই তরে—
তব সব নাহি আর তাই তোমা অনিবার
ধর্ম্ম কাম মোক্ষ ব'লে বাখানিছে নরে ;
এ জীবন শুধু প্রভো তোমারই তরে !

এ জীবন শুধু প্রভো ! তোমারই তরে—
তুমি মোর প্রিয়তম— 'চিরশান্তি অনুপম
তুমিই অনন্ত স্বর্গে দেখাবে অমরে ;
এ জীবন শুধু প্রভো তোমারই তরে !

এ জীবন শুধু প্রভো! তোমারই তরে—
মৃত্যু-ঘেরা এ জীবনে মিলিবারে তব সনে
আছি চেয়ে তারই তরে অপেক্ষা ক'রে;
এ জীবন শুধু প্রভো তোমারই তরে!

এ জীবন শুধু প্রভো! তোমারই তরে—
পূত হৃদে শান্ত মনে মিশে যাবো ঐচরণে
ভুঞ্জিব অনন্ত শান্তি অনন্তের ক্রোড়ে;
এ জীবন শুধু প্রভো তোমারই তরে!



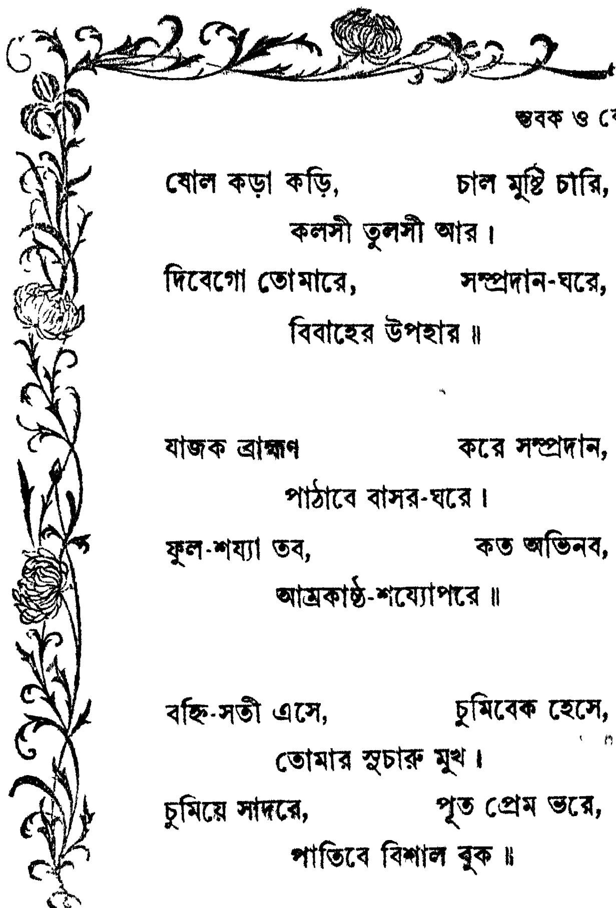
আমার বিবাহ

বিবাহের তরে, কভু ভেবোনারে
হে মোর পাগলা মন !
শমন আসিঁয়ে, লগ্ন নিরূপিয়ে,
করিবেক সঙ্ঘটন ॥

আত্মীয় স্বজনে, সেই শুভ দিনে,
বরের যাত্রিক সেজে ।
বংশ দোলা করে, বিবাহের তরে,
নিবে তোমা সেজে গুজে ॥

শ্বশুরের ঘর, যাইবেক বর,
উলুধ্বনি—"হরিবোল" ।
কেহবা হাসিবে, কেহবা কাঁদিবে,
বাঁধাইবে মহারোল !!

শ্মশানের ঘাট, সেই ধূ ধূ মাঠ,
তোমার শ্বশুর বাড়ী ।
দৃশ্য শ্মশানের, কতই মধুর,
তাহা যে বর্ণিতে নারি !!



ষোল কড়া কড়ি, চাল মুষ্টি চারি,
কলসী তুলসী আর।
দিবেগো তোমারে, সম্প্রদান-ঘরে,
বিবাহের উপহার॥

যাজক ব্রাহ্মণ করে সম্প্রদান,
পাঠাবে বাসর-ঘরে।
ফুল-শয্যা তব, কত অভিনব,
আম্রকাষ্ঠ-শয্যোপরে॥

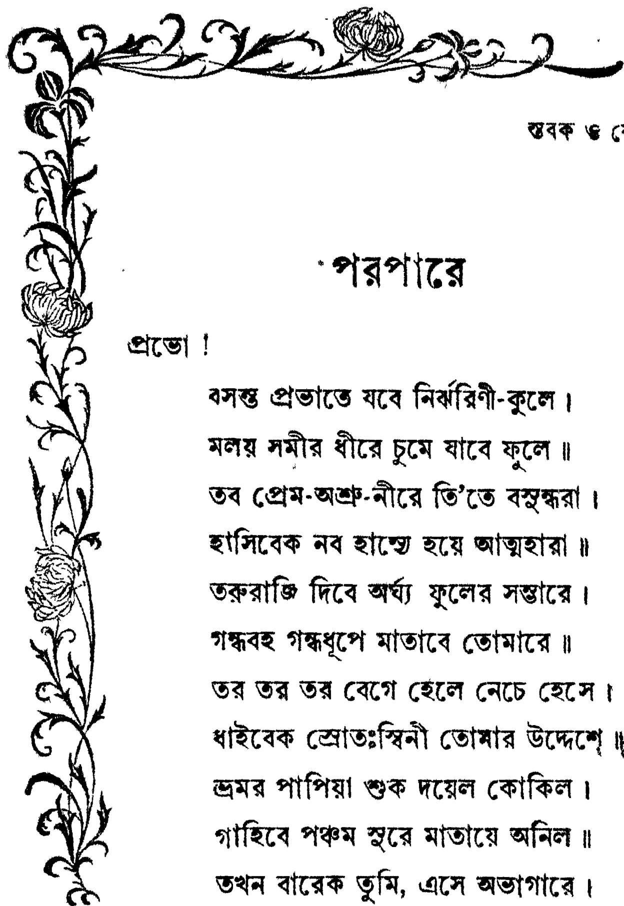
বহ্নি-সতী এসে, চুমিবেক হেসে,
তোমার সুচারু মুখ।
চুমিয়ে সাদরে, পূত প্রেম ভরে,
পাতিবে বিশাল বুক॥

বুকের ভিতর, মাখিয়ে তোমার
বাসরের প্রেম-ছাই।
হাসিবেক সতী, মিলিবে দম্পতি,—
সে প্রেম-তুলনা নাই !!



সে প্রেম-মহিমা, সে প্রেম-গরিমা
কোথা পাবে এ সংসারে ?
অন্তে মোক্ষ পেতে— সে' প্রেম লভিতে,
ভজ সেই সারাৎসারে ॥





পরপারে

প্রভো !

বসন্ত প্রভাতে যবে নির্ঝরিণী-কূলে।
মলয় সমীর ধীরে চুমে যাবে ফুলে ॥
তব প্রেম-অশ্রু-নীরে তি'তে বসুন্ধরা।
হাসিবেক নব হাস্যে হয়ে আত্মহারা ॥
তরুরাজি দিবে অর্ঘ্য ফুলের সম্ভারে।
গন্ধবহ গন্ধধূপে মাতাবে তোমারে ॥
তর তর তর বেগে হেলে নেচে হেসে।
ধাইবেক স্রোতঃস্বিনী তোমার উদ্দেশে ॥
ভ্রমর পাপিয়া শুক দয়েল কোকিল।
গাহিবে পঞ্চম স্বরে মাতায়ে অনিল ॥
তখন বারেক তুমি, এসে অভাগারে।
শিখাইও মহামন্ত্র জপিতে তোমারে ॥
মহামন্ত্রে তব দাস উদাসীন হলে।
যেয়োনাকো ফেলে দূরে অভাগারে ছলে ॥
তুচ্ছ যশ ধন জন মোহ ছিন্ন করে।
যখন ত্যজিব বিশ্ব উদাস অন্তরে ॥

আত্মীয় স্বজনগণ অভাগারে ঘিরে।
তিতিবে বিচ্ছেদ-শোকে, মোহ-অশ্রু-নীরে ॥
সবাই সাজাবে চিতা 'কর্ণফুলী'-তীরে।
পবন সাজাবে ফুল থরে থরে ধীরে ॥
গাহিয়ে তোমার গান সবে সমস্বরে।
রাখিলে আমার দেহ চিতা-শয্যোপরে ॥
সে সময়ে তুমি দেব! এই অভাগারে।
কোলে তুলে নিও স্নেহে,—সেই পরপারে ॥



বাণী

বিশ্ব মাঝারে থাকহ জাগ্রত
হে মোর বিশ্ববাসি !
চিত্ত আলোকে হয়ে সমুজ্জ্বল
বিদূর মোহান্ধরাশি ॥
সত্য-ধর্ম্মের উড়াও নিশান
বাড়ায়ে বিশ্ব-মান।
কর্ম্ম ঝঙ্কারে করহ উধাও
বিশ্বের সব প্রাণ ॥
ভ্রান্ত পথিক ! মোহের আঁধারে
ঘুরোনা কভু আর।
চিত্ত মাঝারে দেখহ তাঁহারে—
ঐ সেই সারাৎসার ॥

